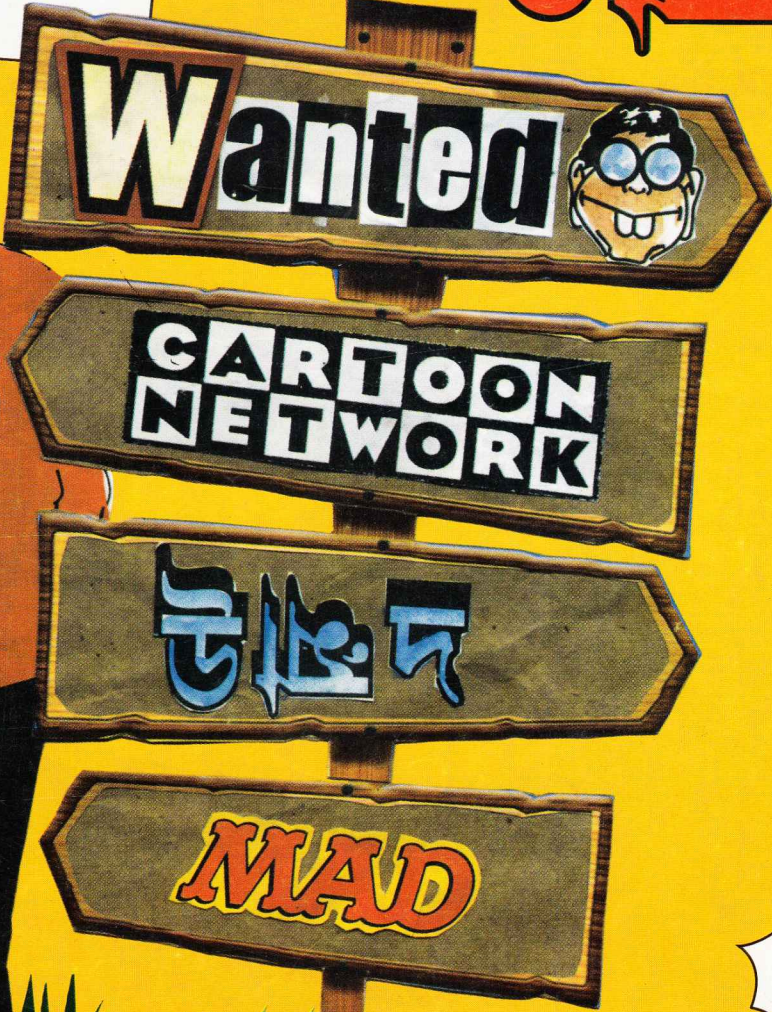


সব মূল্যই বাড়তি!
উন্মাদের মূল্যই শুধু পড়তি!!
২০ টাকা!

উচ্চদ



২০২

We invite Bangladeshi students to study in Australian Schools, Colleges & Universities.

The Australinn National University
University of Canberra
Monash University
University of Technology Sydney (UTS)
Perth Institute of Business & Technology
Queensland Institute of Business & Technology
Canberra Institute of Technology

Insearch UTS
Insearch Essex (UK)
Deakin University
Edith Cowan University
Griffith University
Murdoch University

William Angliss Institute of TAFE
Melbourne Institute of Business & Technology
Billy Blue Group of Colleges
University of Notre Dame Australia
Australian Catholic University
University of Western Sydney (UWS)

Regional Head Office: House # 31, Road # 9/A,
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, Ph : (02) 8150381, 0171-323255
E-mail : bangladesh@gesa.net.au, www.gesa.net.au

Chittagong Branch: 4/4, Zakir Hossain Road
(Opposite Kulshi Police Station)
South Kulshi, Chittagong-4000, Bangladesh
+880 31 612947, 0171 378984, zakhan@gesa.net.au





এ ই স ং খ্যা র ফ্যা গ মি টি ং ...

পুরান পাগল ভাত পায় না
নতুন পাগল আমদানী

ছিংছিমপুর

কাঁচামরিচ এখন...

জনপ্রিয় গানের সাইড রিএ্যাকশন!

কোন দুঃখে বিদেশ যাবেন?

অস্ট্রেলিয়া থেকে অনিক

এবং অন্যান্য



সম্পাদক / প্রকাশক

আহসান হাবীব

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

ইন্সপেক্টর হোসেন

কাজী খালিদ আশরাফ

নিবাহী উন্মাদক

রোমেন রায়হান

সহযোগী নিবাহী সম্পাদক

হাসান খুরশীদ রুমী

সহযোগী উন্মাদক

মুস্তাফিজুর রহমান, অনিক খান

সহকারী উন্মাদক

মেহেদী হক

ওয়াহিদ ইবনে রেজা

জনসংযোগ উন্মাদক

মেহেদী হাসান খান

বৈদেশিক উন্মাদক

মুনীর হাসান,

জুলকারীন জাহাঙ্গির

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

সাগর খন্দকার

উন্মাদের পাঠক, পাঠক ফোরামের সকল যোগাযোগের জন্য : unmadinfo@yahoo.com
বিভাগীয় প্রধান নিবাহী ০ সাজ্জাদ কবীর

অঙ্কন বিভাগ	পরিকল্পন বিভাগ	লেখালেখি বিভাগ	কম্পিউটার বিভাগ	ওল্ড ইজ গোল্ড
শাহরীয়ার, তারিক, তৌফিক, টিপু, সোহেল, ওবায়দ, তানভির ইবনে কামাল	মিজানুর রহমান কল্লোল আব্দুল্লাহ শাহরীয়ার টুটুল রনবীর বিপ্লব	মোকারম হোসেন মারুফ রেহমান	জুন্নুর রহমান (একা একা কিছু ভাল লাগে না...কোন কাজে মন কেন বসে না...)	ইলিয়াস খান কাজী তাপস আজিজুল আবেদীন

উন্মাদে ব্যবহৃত চরিত্রের নাম নিতান্তই কাল্পনিক। বাস্তব কোন চরিত্রের নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে কোনো ফিচারে লেখায় বা ছড়ায় মিল খুঁজে পেলে তা সম্পূর্ণ কাকতলীয় বলে ধরে নিতে হবে। এই পত্রিকা কেবল মাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোনো কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তা হলে তা তার একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা বলে গণ্য হবে। তার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক, ব্যবস্থাপক, কম্পোজিটার, লেখক, ছড়াকার, আর্টিস্ট, কাটুনিষ্ট কাউকে কোনো ক্রমেই দায়ি করা যাবে না

কম্পোজ : উন্মাদ কম্পিউটার ০ মুদ্রণ : মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজার্স, ১২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা।

চিঠিপত্র বা প্রেম পত্র বা যাবতীয় নথিপত্র !



উন্মাদক

দেরীতে হলেও কারেন্ট সংখ্যা উন্মাদ মানে ২০১ টা হাতে এল। সত্যি কুথা বলতে কি অনেকদিন পর ভাল লাগল মনে হল উন্মাদ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সমাজ সচেতন হয়েছে। আসলে এ ব্যাপারটার দরকার ছিল, এই ঘুনে ধরা সমাজকে জাগাতে হলে আপনাদের তুলির আঘাত হানতেই হবে কি বলেন?

ইদানিং রম্য রচনা কম দেখছি। সাজ্জাদ কবীর কি আর লিখবেন না? তার লেখা আমার ভাল লাগে। একটু সিরিয়াস কিন্তু ভাল লিখেন উনি। আজকাল স্যাটায়ায় ধরনের লেখাতো কেউ লিখছেন না তেমন, এ দিকটা আপনারা একটু নজর দিন। তরুণদের লেখাও ছাপতে পারেন। আপনারা উৎসাহিত না করলে কে করবে? সব শেষে আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব আপনরা একটা ওয়াকর্শপের মত করছেন না কেন? যেখানে কার্টুন, রম্য, এসবের উপরে আমরা তরুণ না শিক্ষা নিব। আপনাদের মনে আছে কিনা-জানি না। বহু বছর আগে এ ধরনের একটা ওয়াকর্শপ হয়েছিল 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে' আমার বড় ভাই এতে অংশ গ্রহন করেছিল। সেখানে আহসান হাবীব, শিশির ভট্টাচার্য, আসিফুল হুদা ওদিকে মমতাজ উদ্দীন, মোস্তফা মনোয়ার এরা সবাই বক্তব্য রেখেছিলেন এসবই আমার বড় ভায়ের

কাছে শোনা। আমার মনে হয় এ ধরনের একটা ওয়াকর্শপ আপনারাও করতে পারেন। তাহলে তরুণ সমাজ উপকৃত হবে। ভাল থাকবেন। সালাম। ওয়াকিল আহমেদ পাছপথ, ঢাকা।

উন্মাদ সম্পাদক সাহেব

প্রথমই উন্মাদ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার অভিনন্দন এবং সালাম। আশ করি সবাই ভাল আছেন। ভাল লাগল যে উন্মাদে আবার প্রবাসী লেখক হোসেন তৌহিদ জুয়েল তার "হাবিজাবি" লিখতে শুরু করেছেন। এক সময় আমি তার লেখার বিশেষ ভক্ত ছিলাম। তিনি কি আর দেশে আসবেন না? তার 'ই মেল' নাম্বারটা কি দেয়া যায়?

তানভীর ইবনে কামাল এর কার্টুন দেখছি না কেন? আগে তিনি ভোরের কাগজের রঙ্গ পাতায় কার্টুন আঁকতেন সেখানেও তার কার্টুন দেখছি না। তিনি কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন? নাকি বিদেশে চলে গেছেন?

উন্মাদের সম্পাদক সাহেবের কার্টুন ফিচার দেখি কিন্তু লেখা দেখি না কেন? তিনি অন্য অনেক পত্র-পত্রিকায়তো দেখি মাঝে মধ্যে লেখেন কিন্তু উন্মাদে লিখেন না কেন? বিশেষ কি? ধন্যবাদ।

আশিক
('...তোর বাবার বুকের ব্যাথাটা বেরেছে'

সেই আশিক না কিন্তু!)

পশ্চিম রাজাবাজার, ঢাকা।

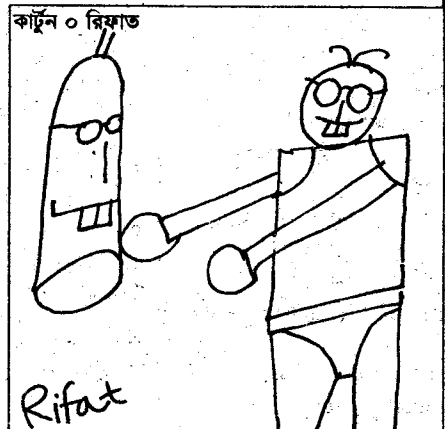
ডিম্মার উন্মাদ

২০১ সংখ্যা উন্মাদ পড়লাম হাসি তো দূরে কাঁদতেও পাড়লাম না! হয়েছেটা কি আপনাদের? স্টক কি শেষ? এক কাজ করতে পারেন। আপনাদের পত্রিকার সাথে এখন থেকে ছোট সিলিভারে করে লাফিং গ্যাস দিতে থাকুন ফ্রি। পত্রিকা পড়ে না হাসলেও লাফিং গ্যাসের কারণে হাসবে সবাই। বুদ্ধিটা কেমন?

আমি বুঝতে পারছি এখন থেকে উন্মাদে আমাকেই লিখতে ও আঁকতে হবে তাহলে যদি পাবলিক হাসে। তাই চিঠিপত্র দিয়েই শুরু করলাম। আশা করি পত্রটি ছাপবেন। না ছাপলে এই আমার শেষ উন্মাদ পড়া ... সাফ সাফ বলে দিলাম। সালামালাইকুম।

পূনঃ গেমস আর পরিদর্শনটা ভাল হয়েছে।

উর্মি, কচুক্ষেত, ঢাকা।



আশা করি ভালই আছেন।
উন্মাদ ২০০ তম সংখ্যা
প্রকাশিত হল আর এ
সংখ্যাতেই আমার একটা
আইডিয়া এল-
উন্মাদ পাঠক ফোরাম, পাঠক,
লেখকগণ ইত্যাদির লেখা নিয়ে
উন্মাদ হাসির সংখ্যা করলে
কেমন হয়? যদি প্রতি এক
বছরে একটি করে হাসির
সংখ্যা করলে উন্মাদের
জনপ্রিয়তা বারবে। আচ্ছা
অনেক হলো, শেষে একটা
জোক -
বন্দের : ওয়েটার এক গ্লাস জল
ওয়েটারঃ কী করবেন? খাবেন?
বন্দেরঃ না রেস্টুরেন্ট থেকে
সেখানে ডাইভ খাবো!

উন্মাদ সাহেব (চিঠি-২)

আশা করি ভাল আছেন। আমি
কিন্তু ভাল নেই। কারণ
জানেন? উন্মাদের পাঠক সংখ্যা
খুবই কম। ২০১ তম সংখ্যার
জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়া এসলে
একটা চিঠি পঠিয়েছিলাম ..
ছাপান নি। যাহোক এতে
আমার দুঃখ নেই। কিন্তু পাঠক
সংখ্যা খুবই কম হওয়ার জন্য
ভয় লাগছে! এর কারণ,
চিঠিপত্র ছাড়া কোন বিভাগ
নেই। উন্মাদ পাঠক ফোরামের
কুপন না পাওয়ার জন্য চিঠিপত্র
বিভাগ ছাড়া কোন বিভাগে
লেখা পাঠাতে পারছি না।
আচ্ছা পাঠকদের লেখা নিয়ে
কোন বিভাগ করা যায় না?
গেজেট দয়া করে জানান।
অর্পন দাশ গুপ্ত
শ্যামলী, ঢাকা।

০০

“একটি ব্যতিক্রমধর্মী পরিবার”

পিতা - তুফন
মাতা - সাইকোন
ছেলে - দুই জন / সমুদ্র,
সুনামী
মেয়ে দুই জন / নদী, বৃষ্টি
ভাইপো - ভূমিকম্প
ভাইবী - টর্নেডো
খাবার লটপটি, চটপটি, চচরি

বপন কুমার দাশ গুপ্ত
শ্যামলী, ঢাকা।

দিল্লি কা লাডু!

বিশ্বাস রিক্বে



শ্রেয় কন্ঠার সময়, পার্কে বসে আসের দিনের মতো বাদাম আর খাওয়া হয়না।
তার প্রমাণ আমরা। আমি আর মৌ যখন উত্তরা সাত নম্বরের পার্কে বসে থাকি
তখন কোনো “জোড়া”কে বাদাম চিবাতে দেখি না। যদিও একটা বাদামের গাড়ি
বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে সবসময়। আমি নিশ্চিত ফাস্টফুড ইন করার পর বাদাম
আউট হয়ে গেছে, বিশেষ করে “জোড়া”দের হাত থেকে। তবে আইসক্রীম
চাটতে দেখছি।

পার্কটিতে আমরা সাধারণত আসি সকাল এগারোটার দিকে তারপর ফটা খানেক
বসে, উঠে পড়ি। সেদিনও হায়া দেখে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। এটা-ওটা কথা
হচ্ছিলো। কিন্তু সামনে যে একটা কর্তম পরিষ্কৃতি মোকাবেলা করতে হবে তা
আচণ্ড করতে পারিনি। নিরিহ গোধের একটা দিন, ছিমছাম সকালের রোদ,
সামনে বাস্তুমানবত চুই-ই, শালিক-দোয়েলের বিচিত্র-মিচির, সব মিলিয়ে
কুকুরের এক বরফের একটা দিন। আমি মৌএর হাত ধরে বসে আছি।
“বলো তো এ গাছটার নাম কি?” মৌ আমাকে সবসময় এরকম উদ্ভিদ বিষয়ে প্রশ্ন
করবে। কালা ও জানে, এক অজানা কারণে গাছের নাম আমার মনে থাকে না।
হাজারবার চিনিয়ে দিলেও পরের সন্ধ্যা দ্রিক ঠিক ভুলে যাই।

মৌ ছোটো বেলা মক্কেলে থেকেছে, বাবার চাকুরীর সুবাদে। ভাই সে অনেক
গাছ চেনে। সে তার জ্ঞান আমার উপর ফলিয়ে এক নিষ্ঠুর আনন্দ পেতে চায়।
আমিও বাধা দেই না।

আমি বলি, “ইয়ে, কি যেন?”
অনেক সময় মনে থাকলেও এ একই কথা বলি। এতে মৌ খুব খুশি হয়। তারপর
সে গাছটার নাম খুব অগ্রহ নিয়ে বলে। তখন ওর চোখ-মুখ থাকে সুখী-সুখী।
আমার সেটা দেখতে ভীষণ ভালো লাগে।
মৌ বলল, “ওটা রজন ফুলের গাছ।”

আমি বললাম, “হুম, বরফে তোমারে!” এরকম বোকা-বোকা সংস্রব মাঝা কথায়
ও আরো মজা পায়। তখন ও আদুরে গলায় বলে, “তুমি একটা বোকা!”
আমি তখন সত্যি সত্যি বোকাম মতন একটা হাসি দেই। তখনো বুঝিনি কি
অপেক্ষা করছে আমার জন্য। কেউই চাননা এতো সুন্দর রোমাটিক
আবহাওয়ায় এরকম মেশারের কথা ছেড়ে অন্য নিরস ভক্ত করতে। কিন্তু বিধি
বাম! কথা নদীর মতো, কোন সময় যে কোন দিকে মোড়ক দেবে তার কোনো
ম-বাণ নাই। খাই হোক মৌকে সুখী করাই আমার লক্ষ্য, ও যে বৃক্ষবিদ্যারদ,
এটা শুকে বললে নিশ্চয়ই ও খুশি হবে!

মৌকে হাসাবার আর আমার কল্পনা শক্তির সূত্রায় পেশী দেখাবার যৌথ বাসনায়
ওকে বললাম, “আমার মনে হয় তোমরা ছিলা মোটা মোটা গাছের খোড়লে।
তোমাদের ফুলও ছিলো গাছের আগায়। বুইলা বুইলা তোমরা ভাই-বোনেরা
বৃক্ষ-ফুলে যাইতা। আর তোমার বাবা, গাছ থেকে গাছে ঘুরে-ঘুরে ফলমূল
আনতো। চারিদিকে গাছ আর গাছ। এজন্যই তো তুমি এতো গাছ চিনো।”

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, কখন যে মৌ-এর মুখ কালা হয়ে গেছে, খেয়াল করিনি
একদম। “এই কি হইলো আমার?” আমি বললাম। কোনো উত্তর নেই। মুখ নিচের
দিকে। আমি আবাবো জিজ্ঞেস করলাম, “কি হইছে তোমার?”

এবার মৌ এর দুই হাত চলে গেলো চোখ-মুখ ঢাকতে, বুকেলাম বরফা আগত।
“আচ্ছা কি বললাম আমি? হ্যা? তুমি এরকম করা শুধু করছো?”

দেখলাম হাত বেয়ে কনুইয়ের দিকে যাচ্ছে বর্ষার প্রথম জল। হাতের কাছে কদম
ফুল নাই, থাকলে কিছু একটা ট্রাই করা যেতো। খাই হোক, উপস্থিত যা কিছু
আছে তা দিয়েই তা (‘ভিম ফুটানের তা’) দিতে হবে। যদি কিছু ফল হয়!
বললাম, “আচ্ছা বাবা সরি, জানিনা কিভাবে বলতেছি। তবে সরি, লকী সোনা
এবার বলো কী হয়ছে?” এখন শরৎকাল আসবে আসবে করছে। কারণ বর্ষা শেষ।
মৌ তাকালো আমার দিকে, “তুমি আমার বাবাকে টারজান বললে কেন?” বললই
আবার চোখে জোয়ার আবার ইঙ্গিত দিলো মৌ।

কী মুশকিল, কী মুশকিল, “আরে ...টারজান বললাম কখন?”

‘এ যে বললে আমার বাবা গাছে গাছে ঘুরেছে আর আমরাও নাকি ঘুরেছি?’ মৌ
বলে চলল, টারজান তো শুধু একটা নেটি পড়ে, আমার বাবাও কি নেটি
পড়তো, আমরা কি গরীব ছিলাম? তোমার কিশোরী-ভক্তি বলতে কিছু নেই?’ মেঘ
থেকে আবারো জল নড়তে শুরু করলো। এ কোন সমুদ্রে পড়লামের বাবা! সাথে
কী বলে দিল্লি কা লাডু!

আমেরিকা যেমন করে অন্যসব দেশে পারমানবিক বোমা সহ আরো যারাজক অস্ত্র
না থাকলেও আছে বলে, মৌ-ও তেমনি করে আমার কথায় কেউ গরীব, টারজান

ইত্যাদি মুখে পায়।
আমি জো হা ‘একলা আবার কখন বললাম তোমারে?’
মৌ বলল, ‘সব কথা কি মুখ-বলতে হয়? বুকে নিতে হয়।’
আমি বললাম, ‘তো এটা বোকাবা, আমি তোমারে বুক সমকদার করতে চাইছি?’
‘বুকেছি, ভালোই বুকেছি, ভেবেছো তুমি একলা বুকের হাড়ি-পোশাক ভাঙ?’
‘দেখনা? পোশাক ভাঙ বইলা গাইল দিল্লি দিল্লি?’

মৌ বলল, ‘একশো বার বলবো, আমাদের টারজান বলে, আমরা কি নেটি পড়ি?’
আমার অবস্থা তখন কর্নাভীত। একে কী করে কেকাই, আমি ওদের টারজান
বলিনি। ভাবছি কি করবো, পাকিস্তানের যোশারকে যতো ‘ছি হুজুর’ তত
খাটিয়ে মিটমাট করে দেবো, নাকি দক্ষিণ কোরিয়ার মতন গীট সেরে বসে
থাকবো। শুকুটা আমি করুই সেটা মানছি। কিন্তু নাই কথাকে আছে বানিয়ে
কণ্ডার শুকুটা তো আমি করিনি।

কম্পিউটারের মতো রিক্রেকস মেরে আমি শুরু করলাম, ‘শোনো, প্রথমত আমি
তোমারে ছোটো করতে চাই নাই আর দ্বিতীয়ত, তোমার সাথে একু খনি টাটো
করা উচিত না। তুমি পিপড়ার চাইলেসার বানিয়ে ফেলো।’

মৌ চোখ মুহুতে মুহুতে বলল, ‘আমি মক্কেলে ছিলাম বলে, তুমি আমাদের জলী
বানিয়ে দিলে?’

এই আরেকটা নতুন শব্দ আমদানি হলো- “জলী”
আমি বললাম, ‘জলী শব্দ আবার কই থেকে গাইলা, আমি বলতে চাইছি,
মক্কেলে শহরের চাইতে গাছগালা বেশী...’

আমার মুখের কথা ঝপ করে কেড়ে নিয়ে মৌ বলতে লাগলো, ‘আমি মক্কেলে
থেকে এসেছি, তো আমার সাথে প্রেম করলে কেন? এ যে আছে না তোমার
বান্দবী, কলি না টলি, সারাজীবন শহরে মানুষ, তার সাথে প্রেম করতে।’
‘আরে একটা শেষ না হইতে হইতেই আবার আরেকটা নিয়া গড়লা?’

‘পড়বো না কেনো? বলো, কলি তোমাকে এখনো কোন করে না?’
আমি ঢোক গিলে বললাম, ‘ক...কলি? না, আমাকে কোন করবে কেন? ওর
বয়স্ক্রেত আছে না?’

মৌ আমার দিকে এবার গোল গোল চোখ করে তাকালো, ভাবনাটা এমন যেন
“পাইছি তোমারে।” আমি ‘মার্চলি চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলাম।’

মৌ বলল, ‘ওর বয়স্ক্রেত আছে, সেটা তুমি জানলে কেমন করে, কোনে যদি কথাই
না হবে? হ্যা?’ আমি বললাম, ‘কেন অনুমান করা যায়না? বহুদিন কোন-টোন করে
না মানে বয়স্ক্রেত ছুটছে মনে হয়।’

‘মানে? না ভুললে তোমাকে কোন করতো?’
‘আরে ইয়ার্কি পাইছো নাকি? আমি কী বলছি আমারে কোন করতো?’ একটু
হাইকেলে বললাম আমি। বাস, আর যায় কেবায়, আবাবো বর্ষার জৌসুম
আসলো! সে বলল, ‘আমাকে তুমি ধরক দিলে কেন?’

এবার একবারে ‘বিড়াল একে কুকুর’।
‘আরে আরে এটা গাছ। লোকে কি বলবে?’ আমি সমস্ক্রপ না করে ওর হাত
ধরে বললাম, ‘আচ্ছা বাবা সরি, সরি। আমি তোমাকে অনেক জন্মবৈশি এবার
কান্না থামাও লকী সোনা, গুঁজ। আমারই সব দোষ। আর শোনো কলি-টলি
আমাকে কোন করে না। এই... তোমার মাথা ছুঁয়ে বললাম। গুঁজ এবার কান্না
থামাও।’

মেঘ সরলো, সূর্য উকি দিলো। ও বলল, ‘সত্যি বলছো, কেউ তোমাকে কোন করে
না? আমি করুটি রাগ করে বললাম, ‘তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?’
মৌ এবার ‘বিড়ালী’ ভক্তিতে বলল, ‘হুম, করি। শোনো আমার কথা পেয়েছে।’
‘হ্যা, তাতো পাবেই, পরিশ্রম তো কম করলা না?’

‘মানে?’
‘না মানে এই যে আমার সাথে এতোগুলো কথা বললা, কথা তো লাগবেই।’
খাওয়া-পাওয়া করে এক ঘন্টা পর মৌকে রিক্সায় ভুলে দিলাম। আমি বললাম,
‘মিস কল দিও।’ ও মাথা নাড়লো।

তারপর এসে বাস স্ট্যাণ্ডে দাড়লাম বাসের জন্য। টিউপনিতে যাবো। ভাবতে
লাগলাম, এই যে শেষ পর্যন্ত মিটমাট হলো, এটা কি ‘ছি হুজুর’ জন্মে জোড়ে?
মনটা কেমন খচখচ করতে লাগলো। পরক্ষণেই সেই সম্ভাবনাকে সরিয়ে দিয়ে বা
উড়িয়ে দিয়ে সেখানে বাসলাম ‘মা-ই পরম ধর্ম’ ভক্তিকে। না, এবার আমার
বোধ করছি।

বাসে উঠে বসেছি ওয়নি মোবাইল ভাইফোটা করা শুরু করলো,
রিসার টোন অফ ছিলো। মৌ এর সাথে যখন ‘হা-দু-দু’ খেগছিলাম তখনো কল
এসেছিলো দুইবার, কোন বের করিনি, কে না কে করছে, শেষে না আবার দ্বিতীয়
পর্ব শুরুর দরত হয়, সেই ভয়ভেই কোন রিসিভ করিনি। এবার বের করলাম,
দেখি কলি কোন করছে।
বাটন চাপলাম, কলির কন্ঠ, ‘কি রে, কোন চিপায় ছিলি? কোন ধরস নাই কেন?’
আমি বললাম, ‘আরে দোস্ত, রিহাসেল দিতে ছিলাম।’



মাছ, মাংস, শাক-সব্জী - সব কিছুই এখন ইন্টারনেটে

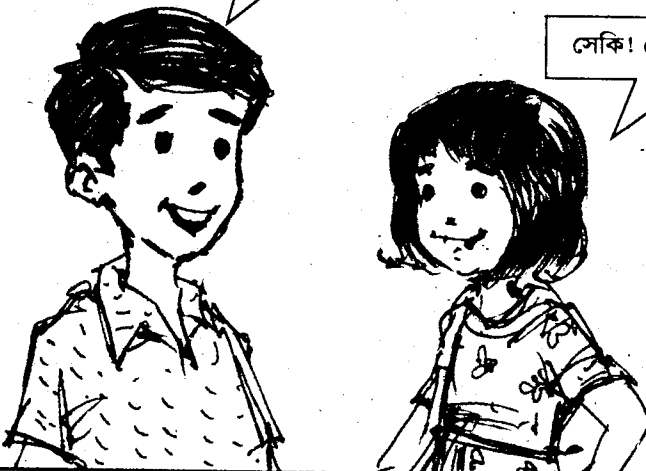
www.hvbangladesh.com/ebazaar

মাস্ট কার্টুন

ভাইয়া জিপিএ ফাইভ পেয়েছে
বলে বাবা ভীষন বকছে ওকে!

বাহ! এখন ভর্তি
হবে কোথায়?

সেকি! কেন??

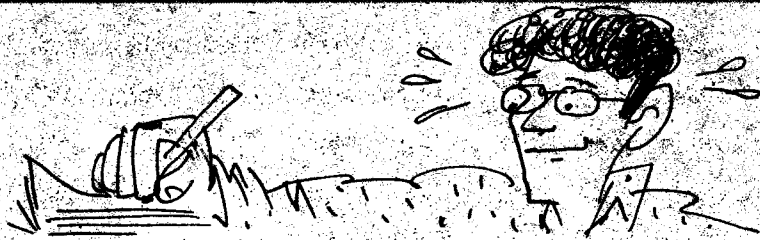


কার্টুন © মেহেদী

MEHEDI-04

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

উদ্ভাস - ৫



দুঃসংবাদ! দুঃসংবাদ!! দুঃসংবাদ!!!

আ হ স ন হা বী ব এর

আরো একটি রম্য সঙ্কলন!

“লেখতে লেখতে লেখক!!”



অন্বেষা

অন্বেষা প্রকাশন

৯ লিয়াকত প্লাজা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

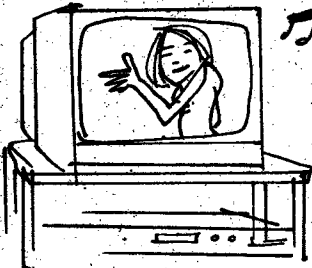


DRAGON

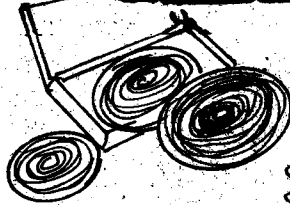
CD, DVD, GAME, SOFTWARE & ACCESSORIES
RETAILERS & WHOLE SALERS

WE ALSO RETAIL & WHOLE SALE

PS2
PlayStation 2



GAME BOY ADVANCE



XBOX



SHOW ROOM

51 & 59 BANANI SUPER MARKET (1st FLOOR) BANANI, DHAKA, BANGLADESH.

Tel - 8822139, 0171-183990, Fax-880-2-9562006

ছিঃ ছিঃ ছিম্পুর !

পরিকল্পনা : -
মেহেনী হাবীব
আহসান হক
(ভাইস ভারস
আরকি...হে হে)

আমি শিকুমিকু
আমি যে কি ক্যামনে
কমু? উনারাই জানে!
মাঝে মাঝে হাত পাউ
লাড়াই গানে...

আমি হালুউউউম
আমরা কি কাজ
ছিঃছিঃছিঃপুরে,
পাইতেছি না মালুম!

আমি টিকটিকি?
খাকার কথা ওয়ালে
প্রকৃতির কি খেয়ালে
আছি ছিঃছিঃপুরের
গোয়ালে...

আমি ইকরিমিকরি
ছিঃছিঃ স্ট্রিট থেকে
ছিঃছিঃপুর এসে হয়ে
গেছি বিক্রি...

জ্যাডা,
আমি যে, কেডা?
কইতে পারলে তোমারে
দিমু খেতাব
'বাপের ব্যাডা'



দাঁত দুইটা থাকলে
আমিতো প্রায় উন্মাদ

আর বাকি আমরা
সব বাদ?

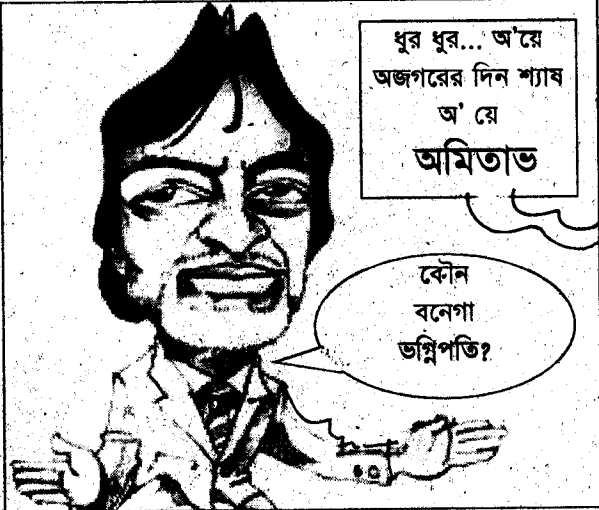
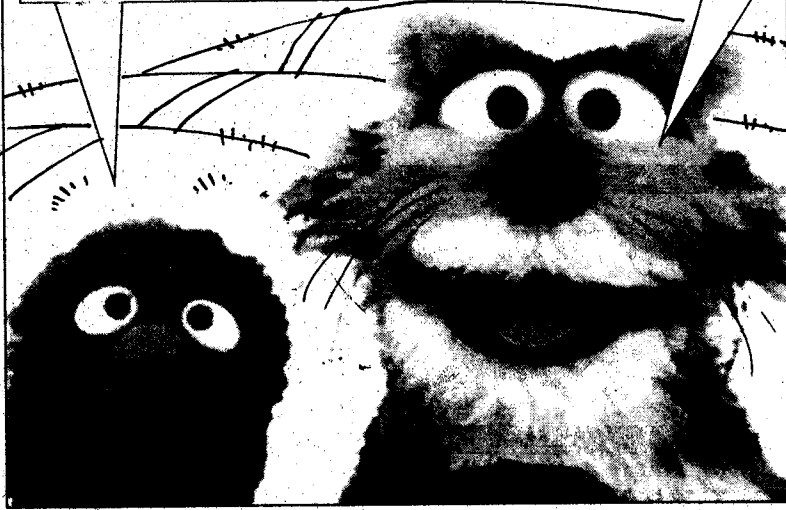
বিখ্যাত শিশুতোষ প্রোগ্রাম
'ছিঃছিঃ স্ট্রিট' এখন হচ্ছে
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ফর্মে। শিশু মহলে নাকি
জনপ্রিয়...আর জনপ্রিয়
মানাই উন্মাদের পাতায়
হাল্কার উপর পাতলা...

হালুউউউম, মনে রাখবা এইডা
বাচ্চাদের শিক্ষা মূলক প্রোগ্রাম...
আজে বাজে ফান করা যাইব না...

ঠিক ঠিক... আজকালকার বাচ্চারা তো
আবার বই পড়ে না... টিভি থেকে
শিক্ষামূলক বিষয় খুঁজে...

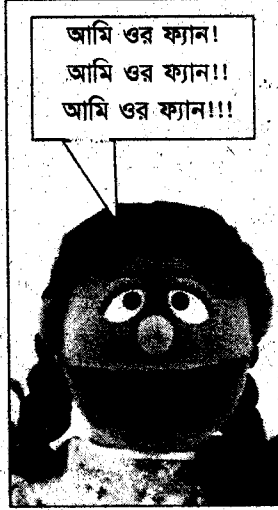
তাহলে শুরু হোক... শিক্ষার প্রথম
পাঠ... এই মারলাম কাগজে
একটা সীল ... স্বরে... অ...

অ যে
'অজগর ঐ
আসছে
ভেড়ে...



ধুর ধুর... অ'য়ে
অজগরের দিন শ্যাম
অ' যে
অমিতাভ

কোন
বনেগা
ভগ্নিপতি?



আমি ওর ফ্যান!
আমি ওর ফ্যান!!
আমি ওর ফ্যান!!!

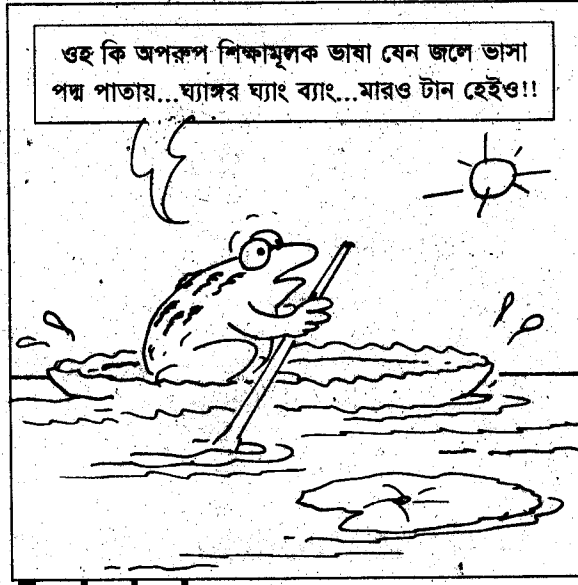


কেন করছ ঘ্যান ঘ্যান?



তিনবার বললাম কারণ
ফ্যানের থাকে তিনটা ব্রেড

আর ভাতের ফ্যানে থাকে অনেক পুষ্টি
বিদেশী টনিকের খিলাও গুটি...



ওহ কি অপরূপ শিক্ষামূলক ভাষা যেন জলে ভাসা
পদ্ম পাতায়... ঘ্যান্সর ঘ্যাং ব্যাং... মারও টান হেইও!!

আমরা এ্যানিমেশনে দেখলাম,
ব্যাং কি করে নৌকা বাইল
এখানে কি শিখলাম...?

শিখলাম যে বাংলাদেশের
এ্যানিমেশনের অবস্থা এখনো
কেরোসিন...বরং ব্যাঙ থেকে
হাতিতে যাই...

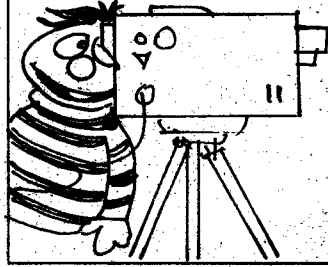
আমরা গ্রাম বাংলার ছ'জন ছেলে হাতি হাতি খেলছি...হাতি
কি খায়? কলা খায়...কলা যখন খায় কলা গাছও খায়...



এবার স্যুটিং পর্ব...ভয় দেখানো
হবে। কে ভয় পাবে? ভয়
পাবে ...আলিশা...

হটাৎ ভয় দেখানো হবে কেন? আলিশাকেই বা কেন?

ঐ যে অ এর পরে আ...মানে আলিশা আর ভয়ের
ব্যাপারটা? ভয় পাবে না? ছিছিম স্ট্রিটের এক একটা
পুতুলের এমনিই যে চেহারা...তার উপর ইস্তফা মনোয়ারের
লোকাল প্লাস্টিক সাজরির পর...ওরে বাপরে!



আমি ভয় পেয়েছি
আমি ভয় পেয়েছি



ছিঃ ছিঃ ছিছিমপুরে।
সব ইন্ডিয়ান তারকা
কেন? বাংলাদেশী
তারকারা কই?

ওরাতো সব এ্যাড
করায় ব্যাঙ...কেউ
কমোড পরিষ্কার করে,
কেউ এ্যাপার্টমেন্ট
কিনতে ঢাকার বাইরে
কেউ ঠান্ডার নাম
বোকাকোলাব্যাঙ...

এবার দেখা যাক 'নানীর
গল্পের খাতায়' কি আছে?
শিক্ষামূলক গল্প থাকা
চাই কিন্তু...

ওকি? নানীর গল্পের খাতায় উন্মাদ কেন?

এ্যা তাইতো? এ নিষাৎ ষড়যন্ত্র
... আমরা ষড়যন্ত্রের শিকার।



তাহলে সবশেষে কি শিখলাম? শ এ শিকার...



টাকা পরিসা শার্ট
পেন্ট সব নিয়ে গেল।

জনি ব্রেভো সত্যিই ব্রেভো।
নইলে ঐরকম ড্রেসে।

এরই লাল বান্দরের গুটি
আঁর লাল ছা খাই যান!

মনে হচ্ছে এখানে
কোন হেল্প পাওয়া যাবে।

এখানে শুনেছি সব কিছুর সঙ্গে একটা কিছু ফ্রি দেয় বা নেয়।
বোধহয় ক্যাভাডার সঙ্গে তোমার শার্ট পেন্ট ফ্রি নিয়ে গেল

এরই মোতাবির আঁর ফাজ্জাবী লুঙ্গি জনি সাবের কাছে
ফানির দরে বেচি দিছি। হেতেনের মানাইছে! এক
কাম কর হেতেনেগো ফিরি
লাল ছা দে চিনি কম...

মার টান হেইও!

হেচকা টান হেইও!

ওকি আমাকে কি তোমরা টেনে লম্বা করছ?

আরে না ডেক্সটার, মনে
হচ্ছে এটা একটা বাস স্ট্যান্ড

আরে ধুং এসব কি হচ্ছে ওকে ছাড়!

বাপরে!

পাওয়ার পাক গার্লস সাবধান
ওরা শুনেছি খুবই এক্যবদ্ধ

পালাও

আমরা তিনজনও কম এক্যবদ্ধ না!

আরে আমাদের ডগকোয়ার্ডের কুকুর না? শালা
নিম্নক হারাম এখানে পালায়া আইসা...

না না ভুল করছেন... আমি কুবি ডু

আরে রাখ তোর হা ডু ডু ...চল আইজ
তোরে দেশী স্টাইলে বাইন্দা গিডামু !

ওহ কর গড সেক ঠিক আমার শাটটাই
বজবাজারে পেয়ে গেলাম ।

আমিও পেয়েছি
একটা ম্যাচিং টাই

আমি আবার সেই
আগের জনি ব্রাডো

আরে ওদিকে কুবি ডু আর
ডেজটারকে পুলিশে ধরেছে!

কেন?

মনে হয় সম্ভবত চোরের দল ওকে দিয়ে গাড়ির পার্টস
চুরি করার একটা রোবট বানিয়ে নিয়েছে তাই...

অকিসার আমি বড়বন্ধের শিকার

খুবই কমন বাক্য । নতুন কিছু বল

পকেটে সমান্য কটা
ডলার অবশিষ্ট আছে

হ্যাঁ হ্যাঁ এ বাক্যটি নতুন এবং
ইন্টারেস্টিং শোনাচ্ছে!

সবাই পালাও! পালাও!!

ধর! ধর!!

কেন? হ্যারিক্যান ডেনিস কিউবা হয়ে
ফ্লোরিডা হয়ে কি ঢাকার দিকে আসছে?

জনি তোমার ব্যাগে কি?

এ শহরে আসার ম্যাপটা
নিয়ে নিলাম ।

কেন আবার আসবে তাই?

না নষ্ট করে ফেলার জন্য যাতে
আমি কখনোই আসতে না হয়

চেনা চেনা লাগে
তবু অচেনা...

না এ দেশে সবার হাতেই মনে হচ্ছে একটা করে
হারিক্যান আছে...এখনো সময় আছে পালাও

সবাই বিদেশ যাওয়ার জন্য পাগল! যেন সব মজা
বিদেশের মাটিতে ...কিন্তু আসল মজা যে দেশেই রয়ে
গেছে তার খবর কে রাখে? আর সেটা বুঝাতেই এই
ডাবল ফ্রেম ফিচার!

কোন দুঃখে বিদেশে যাবেন?

বিদেশে

বিদেশের মাটিতে সিগারেট খাওয়ার ব্যাড়া উঠলে উপায়
নাই গোলাম হোসেন! ননস্মোকিং জোন খুঁজতে হবে
হারিক্যান দিয়ে

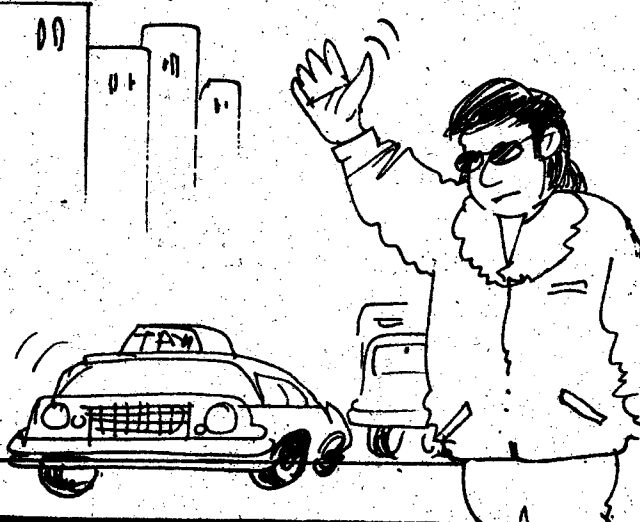


দেশে

আর দেশে একাশ্যে সিগারেট খেলে জরিমানার আইন
হয়েছে... তারপরও কুচপরোয়া নেহি, কে কাকে ধরে?



বিদেশে হাত তুললেই ১০/১২ লাখ টাকা দামের ট্যাক্সি
ক্যাব দাড়িয়ে পড়ে!



আর দেশেতো এক কোটি টাকা দামের ভলভো
বাসই দাড়িয়ে পড়ে!



বিদেশে

বিদেশে চাকরী নাই বেকার ভাতা দিয়ে কোন
রকমে চলা যায়

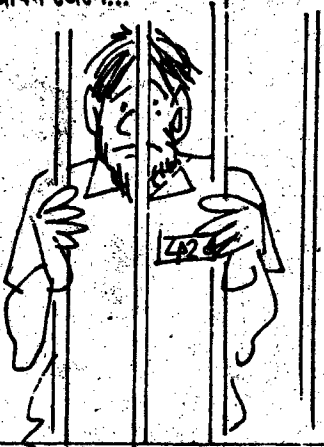


দেশে

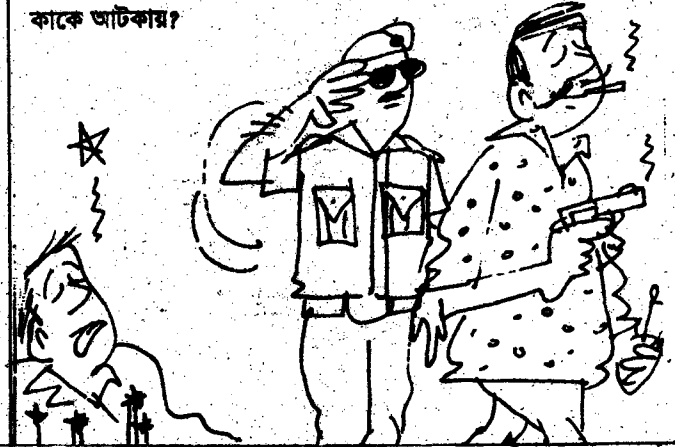
দেশে চাকরী নাই তাতে কি রাজনীতিতে ঢুকে পরুন
তারপর কতরকম সুযোগ! চাঁদাবাজি, ক্যাডার বাজি,
লাইসেন্স... দুই দিনে কোটিপতি!!



বিদেশে খুন টুন করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে রেড হ্যান্ড
কট! বাকি জীবন জেলে...



দেশে খুন করলে, খালি কানেকশনে দু'একজন মন্ত্রী
মিনিটার বের করুন, পুলিশ 'ম্যানেজ' করুন ব্যাস কে
কাকে আটকায়?



বিদেশে বিদেশী বিয়ে করলে আপনাকে ভেড়া
বানিয়ে ফেলবে দুই দিনে!



আরে দেশে এখনো বৌভুক নিয়ে তালুক দিয়ে দুটো
তিনটে বিয়ে করে দিবা. পার পেয়ে যাবেন!



বিদেশে

বিদেশের মাটিতে একটা ন্যাপকিন ফেলতে হলেও সাবধান
ডাস্টবিনে না ফেললে পুলিশ
এলে ক্যাক করে ধরবে!



বিদেশে চলার পথে হটাৎ বাথরুম চাপলে আপনি শ্যাঁচ!
পাবলিক টয়লেট খুঁজতে হবে জ্ঞান দিয়ে!



বিদেশে হিউমার খুঁজতে ম্যাড কিনতে হবে প্রচুর দাম দিয়ে!
কিন্তু বিদেশী হিউমার বুঝলেতো!



দেশে

দেশে কোন ব্যাগার? যেখানে সেখানে যখন ভবন...
আশেপাশে যতই ডাস্টবিন থাকুক না কেন, কি যায় আসে!



দেশে কোন বিষয় না আশে-পাশে পাবলিক টয়লেট
থাকুক কি নাই থাকুক...!



আর দেশে এ যে সাতাশ বছর ধরে বেরুচ্ছে উন্মাদ কারেন্ট
সংখ্যা ২০ টাকা নীলকণ্ঠে পুরান সংখ্যা তিন টাকা... আর
সরাসরি অফিস থেকে মারলেভো বিসে পরসায়...হে হে...



(পড়ে হাসি না উঠুক হাসির অভিজ্ঞ করলেইনা কে কাটকরা?)

সরকারী অফিস আর প্রাইভেট কোম্পানীর অফিস গুলোর মধ্যে যে পার্থক্য তা কে না জানে? আকাশ পাতাল পার্থক্য না হলেও কখনো কখনো তা 'পাতাল আকাশ' পার্থক্য হয়ে দাড়ায়। আর সেটা বুঝতেই এই ডাবল ফ্রেম ফিচার কার্টুন। দেখুন আপনাদের চিন্তার সাথে মিলে যায় কিনা। বা মেলানো যায় কিনা।

আঁকা/লেখা ০০ তৌফিক

সরকারী অফিস

প্রাইভেট অফিস

এখানে বসে চা খাচ্ছেন এখনো?
অফিসে যান নি?



কি ভাই তখন থেকে শুধু কাজই করছেন,
চলেন এককাপ চা খেয়ে আসি



গত বছর পে ক্ষেল দিল না...এইবার না দিলে
কইলাম একেই কাম-কাজ সব বন কইর দিমু!



বেতনের চিন্তা করলে...আজই এই অফিস থেকে বিদায় হোন।
মনে রাখবেন এই অফিস দরকার হলে ক্ষেল দিয়ে মেপে কাজকর্ম
বুঝে নিবে তারপর বেতন...!



মাসের প্রথম দিনে বেতন পেয়েই
বাজার করে কেলে?

সরকারী অফিস

আরে খুর বাজার আমার করতে হয় নাকি
এক জুনিয়ার অফিসার পাঠায়া দিল



কি আজ না অফিসের পর
বাজার করবে?

বাইরে অফিস

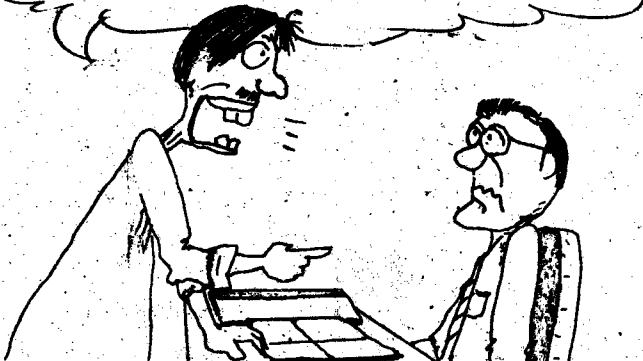
আর বাজার!
বেতনের খবর নাই!



ঐ মিয়া আপনি বস হইছেনতো কি হইছে? বেশী তাং ফাং করলে
মিনিষ্টারেরে ধইরা একেরে খাগড়াছড়ি টেনাসফার কইরা দিমু...

আমি যা বলেছি সেটাই করবেন মনে রাখবেন
এখানে মাই উইস ইজ ইয়োর কমান্ড, স্যার?

জী স্যার! জী স্যার!!



ওরে চিনছেন? আমগো দলের লোক। ওর লগে বামেলা
করলে এইখানে টিকতে পারবেন না, কয় দিলাম।

চলুন আমরা সবাই মিলে মিলে কাজ করে এই কোম্পানটিকে দাড়
করাই... মনে রাখতে হবে এটা আমাদের কোম্পানী...



অফিস আওয়ার এখনো শেষ হয়
নাই... কই যান?

ঐ মিয়া প্যাচাল পারো ক্যা? অফিসে
আইছি এইডাইতো বেশী, দরকার হইলে পরে
ওভারটাইম কইরা দিমু নে!

আরে ভাই এখনো অফিস করছেন
বাড়ি যাবেন না?

আমি কি উন্মাদ নাকি? এখনই বাড়ি যাব
দেখছেন কত ফাইল জমে আছে... একটাও পেভিং
রাখা যাবে না, রাত যতই হোক!



জৌফিক

দেশের টপ টেরররাও কিন্তু 'তারকা'। অতএব তারা কেন
 বিজ্ঞাপন করতে পারবে না? অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের মডেল হতে
 পারবে না? তারা তাদের নামের সঙ্গে যুক্ত বিশেষনের সঙ্গে মিল
 রেখে কিছু কিছু পণ্যের বিজ্ঞাপন করতেই পারে। আর তাই
 সেরকম কিছু পণ্যের বিজ্ঞাপন! মডেল, তারকা সঙ্গীরা!!

কার্টুন ০ ওবায়েদ

টপ টেরররা যখন মডেল!

কালো নজরুল

কালো নজরুল অনায়াসে
 করতে পারে আলকাতরা
 , স্কুল কলেজের ব্ল্যাক
 বোর্ড, বা চুলের কলব
 বা কোন কোল মাইনের
 বিজ্ঞাপন! কিছু না শুধু
 ক্যামেরার সামনে
 একবার দাড়াই ...



ধলা বদরুল

ধলা বদরুল করতে
 পারে 'ফেয়ার এন্ড
 কার্লি' টাইপের
 যেকোন চামড়া
 ধলাকরণ ক্রিমের
 বিজ্ঞাপন যা ব্যবহার
 করলে মাত্র সাত দিন
 বা কম পক্ষে এক
 সপ্তাহে আপনার চামড়া
 করবে ফর্সা...বিফলে
 চামড়া তুলে নিব
 আমরা!!



তার ছিড়া

সাইফুল

দেশ তো এখন তারের
উপরেই আছে বিদ্যুতের
তার, টেলিফোনের তার,
ডিশের তার, ব্রড
লাইনের তার, গীটারের
তার, হিটারের
তার...অতএব তার
ছিড়া সাইফুল হতে
পারে এই তারের
বিজ্ঞাপনের সুপার হিট
মডেল!!



টোকাই ওসেন

টোকাই ওসেন হতে
পারে দেশের টোকাই
সম্পদের মানবিক
বিজ্ঞাপনের অমানবিক
মডেল। একই সঙ্গে
পরিবার পরিকল্পনারও
জয়েন্টভেঞ্চার
বিজ্ঞাপনের কাজও
হতে পারে।



মাথানষ্ট হাইব্যা

এই পুরাতন সজ্জাসী
হতে পারে বাজারের
সেরা নাটবল্টু ইসকুপের
সুপার ডুপার ফ্লপ
মডেল। অবশ্য যদি না
এ বিজ্ঞাপনের ক্যামেরার
সামনে দাড়ালে
ক্যামেরার ফিল্ম ইত্যাদী
জ্বলে পুড়ে ছাড় খাড়
না হয়!



পরীক্ষা হলে একদিন...

www.Banglapdfboi.com

কি করে পরীক্ষার প্রিপারেশন কেমন?

কিছু কি?

ভাল... কিছু...

কিছু... মানে, সবই পড়ে এসেছি কিছু
কি একটা যেন পড়তে ভুলে গেছি!

আমি জানি কি পড়তে ভুলে গেছিস!

কি?

প্যান্ট ...!

এঁা...!!

কিরে তুই নিয়মিত জিমে যাস?
তাহলে এত মোটা হচ্ছিস কেন?

আমার কি দোষ? জিমের
নিচ তলাতেই যে আবার একটা
বিরিয়ানীর দোকান খুলেছে..

জীমে এক্সারসাইজ করে
টার্গেট হয়ে ওখানে ঢুকে আর হাশ-
থাকে না যে!



আঁকা : টিপু



উন্মাদ দৃষ্টিতে ল্যান্ডল্যান্ড রাং !

কিরে শুনেছি, বিয়ে
করেছিস? বউতো দেখালি না

ঐশ্বরীয়া রায় কে
দেখেছেন তো?

বিশ্ব সুন্দরী ঐশ্বরীয়া
রায়ের কথা বলছিস?

জী জী

ওর চেহারাটা কল্পনা
করে একটু প্লাস মাইনাস
করে নিয়েন...



ওগো আগে তুমি ছিলে
৩০০ মিলিয়াম কোকের বোতলের
মত...কি ফিগার!

এখনো তাই
আছি ...

আগে ৩০০ মিলিয়াম কোকের বোতলের
মত ছিলাম এখন কোকের বোতলই আছি তবে
দুই লিটারের বোতল আরকি!

বুঝলি পরিবেশ দূষণ, শব্দ দূষণের
পর নতুন আরেকটা দূষণ শুরু হয়েছে
'দৃশ্য দূষণ'

এটা কি করকম?

দৈনন্দিন
জীবনে চোখের দেখার
কষ্টটাকেই আমরা দৃশ্য
দূষণ বলতে পারি!

ঠিক ঠিক তোর শার্টটা দেখেও
আমার চোখে কেমন যেন কষ্ট...

আচ্ছা মকবুলকে এত বলি
'কল ব্যাক' করতে, করে না
কেন বলতো?

কেন করে না?

কেন করে
না সেটা জানি

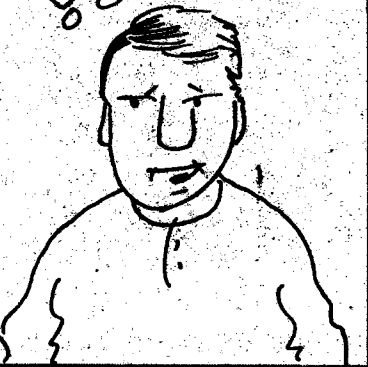
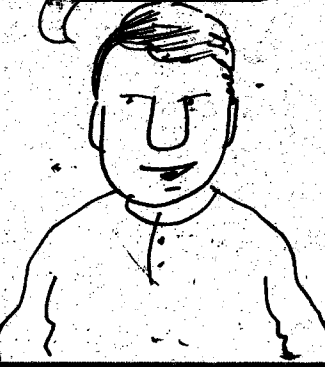
'কল ব্যাক' করে না কারণ সে
নিজেই একটা 'ব্যাকল'



ওনেহিস আমাদের
বদরুল আজকাল
ফুটপাথ ছাড়া হাটেই না!

তাহলেতো বলতে
হয় ওর মধ্যে নাগরিক
চেতনা জেগেছে!
কিন্তু কারণটা কি?

কারণ ওকে এক মেয়ে নাকি 'রাস্তার
'ছেলে' বলে গালি দিয়েছে!

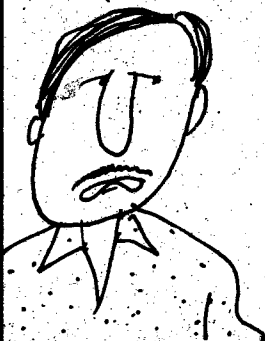


আমার জীবন কারণে আমার
মান সম্মান সব ধুলায় লুটতে বসেছে
সে কি
কেন?

প্রতিদিন সে বারে যায়!

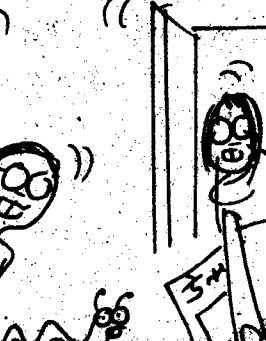
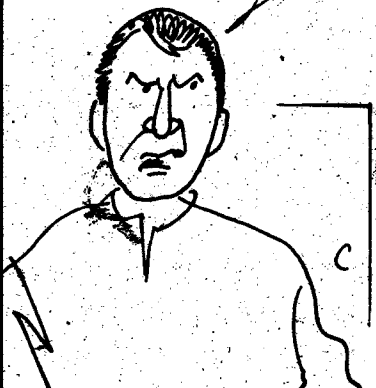
কি বলছিস!
একজন মহিলা
বারে যায়??

হ্যাঁ... প্রতিদিন বার থেকে
আমাকে আনতে যায়!



খবরদার! এ বাসায় কোন উন্মাদ ঢুকতে পারবে
না! এই আমার শেষ কথা।

কিন্তু বাসার অন্য সব উন্মাদ বের হয়ে যাওয়ার
চেয়ে একটা উন্মাদ ঢোকাই বেটার না?



প্র্যাকটিক্যাল জোকস্!

১

সান গ্লাস পরে এক পরিচিত লোক এল আমাদের বাসায়। এসেই সান গ্লাস খুলে রেখে বলল 'মাথাটা কেমন করছে বাইরে এত গরম!' বলে সানগ্লাস রেখে বাথরুমে গেল। আমরা কয়েকজন কাজিন তখন কালো রং দিয়ে কলেজ-এর কি একটা পোস্টার লিখছিলাম। কি দুর্বুদ্ধি চাপল মাথায়। চট করে ওর সানগ্লাসের দই কাছে কালো রংটা ভাল করে লেপে দিলাম।

টয়লেট থেকে বের হয়ে এসে সেই লোক বসল। কথাবার্তা হল চা খেল। তারপর এক সময় সানগ্লাস হাতে উঠে দাড়াল। সানগ্লাস চোখে দেয়া মাত্র 'ওরে বাবা আমার কি হল! চোখে দেখি না' বলে বসে পড়ল মাটিতে। আমরা এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলাম।

চন্দন

টিকাটুলি, ঢাকা।

২

আমাদের বুড়ো দাদাকে সব সময় ঘড়ি ধরে এক গাদা অশুধ খাওয়াতে হয়। দাদা বেশ বদ-রাগী। উল্টা পাটা গালাগাল করে। তো ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্বটা আমারই। একদিন আমি কি মনে করে বাসার সবচে ছোট মেয়ে সানুকে অশুধ হাতে দিয়ে পাঠালাম। সেও গুটি গুটি পায়ে ওষুধ নিয়ে গেল দাদার কাছে। দাদা দেখলাম বেশ খুশি। এরপর সানুকে এমন ট্রেনিং দিলাম সবসময় সেই অশুধ নিয়ে যায়। কিন্তু একদিন ব্যতিক্রম ঘটলো সানু দাদার কাছে গিয়ে হাত থেকে সব অশুধ ফেলে দিল। বদ-রাগী দাদা গেলেন ক্লেপে! চেচিয়ে উঠলেন 'জুতা দিয়ে পেটানো উচিৎ...ইত্যাদী' জুতা দিয়ে কাকে পেটাতে চাইলেন বোঝা গেল না তবে সানু কি বুঝলো কে জানে কোথেকে একটা জুতা নিয়ে এসে ঠাশ ঠাশ করে হতভম্ব দাদাকে মারতে লাগল!

রাজন

শান্তিনগর, ঢাকা।

৩

আমি বঙ্গবন্ধুর ভীষন ভক্ত। তার ৭ ই মার্চের ভাষণটা প্রায় মুখস্ত

। একদম তার মত করে মাঝে মাঝে বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেই। তো একবার হয়েছি কি। আমার মায়ীর কি একটা অপারেশন হবে। রক্ত দরকার। কারো গ্রুপের সাথে মিলছে না। আমার সাথে মিলেছে। আমি দু ব্যাগ রক্ত দিলাম সকালে। অপারেশন হবে দুপুরে জটিল অপারেশন। অপারেশনের আগে আগে আমিও গেলাম ক্লিনিকে। আত্মীয়-স্বজন সব দেখি ওটির সামনে ভীড় করে দাড়িয়ে সবার মুখ আমশি মেরে আছে। আমি যে রক্ত দিয়েছি ব্যাপারটা সবাই জানে। হটাৎ আমার মনে হল এই ভীত ভাবটা কাটানো দরকার। আচমকা আমি বঙ্গবন্ধু স্টাইলে আঙ্গুল উচিয়ে বলে উঠলাম 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দিব..' সবাই হেসে ফেলল। আপাত গুমোট ভাবটা চট করেই যেন কেটে গেল।

মোঃ আবুল বাসার

লালমাটিয়া, ঢাকা।

৪

আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে এক চাচী থাকতেন। নিঃসঙ্গ মানুষ সারাদিন নামাজ রোজা নিয়েই আছেন। একদিন আমি খেলাল করলাম যে তিনি যে আলমারীটার সামনে দাড়িয়ে নামাজ পড়েন সেখানে বড় একটা আয়না লাগানো আছে। আমি গম্ভীর হয়ে চাচীকে বললাম

- চাচী তুমি কতদিন ধরে এঁটার সামনে দাড়িয়ে নামাজ পড়?
- তা ধর ২০ বছর হবে
- তোমার নামাজ এক রাকাতও হয় নি
- মানে?
- মানে দেখছ না ওখানে আয়না লাগানো? তোমার সমস্ত নামাজ রিফ্লেক্ট হয়ে পূর্ব দিকে চলে গেছে।

চাচি রেগে গিয়ে যা ভাগ ভাগ বলে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমিও চলে এলাম। সারাদিন ঘোরাঘোরি করে বাসায় এসে শুনি তুলকালাম কাণ্ড! চাচী প্রায় পাগলপারা। কি ব্যাপার? তখন আমাকে ধমকে বের করে দিলেও পরে জিনিষটা ঠান্ডা মাথায় ভেবে তার মাথা গরম হয়ে গেছে। তারপর? তারপর আর কি

একজন মৌলানা এনে চাটিকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। চাটীর বিশ বছরের নামাজ রক্ষা হলেও আমার মান ইজ্জত রক্ষা করা গেল না। বাবার নির্দেশে সরার সামনে বিশ বার কানধরে উঠ-বশ করতে হয়েছে।

সাকিব
বেঙ্গপাড়া, যশোর।



আমাদের পাড়ার এক বড় ভাই আছেন সরল টাইপের। তার জীবনের ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে বিদেশে যাওয়া। কত কাগজপত্র যে পাঠালেন। তার কোন ইয়াত্তা নেই। কিন্তু সবার যাওয়া হয় তার আর কিছু হয় না। তো আমরা কয়েক বন্ধু মিলে একটা পরিচিত কম্পিউটার দোকান থেকে কিছু ফলস কাগজপত্র রেডি করলাম। এ্যাজ ইফ এগুলো বিদেশ থেকে এসেছে। তারপর একটা বিদেশী খামে ভরে ফলস সিল ছাপার মেরে। পাড়ার পরিচিত পিয়নকে হাত করে ছটকু ভাইয়ের নামে পাঠিয়ে দিলাম।

ক'দিন বাদে ছটকু ভাই আমাদের রাস্তায় আটকালেন। মুড় খুব ভাল 'কিরে খবর কি তোদের?'

- আছি একরকম আপনার খবর কি?

- আমি তো সামনের মাসে উড়াল দিচ্ছি।

- বলেন কি? কোথায়?

- কাগজপত্র এসে গেছে। নিউজিল্যান্ড। তবে...একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানিস। আমি সব প্রায় দেশেই কাগজপত্র পাঠিয়েছি শুধু নিউজিল্যান্ড বাদে অথচ কাগজপত্র এল নিউজিল্যান্ড থেকে...ব্যাপারটা বুঝলাম না। আমরা তখন মনে মনে বলি এই মেরেছে। কথা ঘুরানোর জন্য বলি 'ছটকু ভাই খাওয়ান' 'কি খাবি?' বলে এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন আমাদের মোগলাই অর্ডার দেয়া হল। ধুমসে খাচ্ছি আমরা। হটাৎ এক লোক আমাদের টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাড়াল।

- এই তোমরা বিলটাভো দিলে না। কথাটা বলল আমাদের লক্ষ্য করেছে। আমার তখন কলজে উড়ে গেছে আরে এতো আমাদের পাড়ার সেই কম্পিউটার ফার্মের ম্যানেজার।

- কিসের বিল? জানতে চান ছটকু ভাই

- ওরা আপনার নামে কি সব বিদেশে যাওয়ার কি কাগজপত্র কম্পোজ করে নিয়ে গেল...তার বিল।

আমাদের তিন বন্ধুর গলায় এক সঙ্গে মোগলাই আটকে গেল। শামসুল আলম

পাইকপাড়া, আহমেদনগর।

৬

আমার এক বন্ধু আছে অসম্ভব ফাজিল আর সাহসী। একদিন ওকে নিয়ে নবাবপুর রোড বাসার জন্য বেশ কয়েকটা তালা কিনলাম। এখন বাসায় ফিরব মীরপুর ১ নম্বর যাব কিন্তু কোন সিএনজি পাচ্ছিলাম না। যাও পাচ্ছিলাম তারা মিরপুর যাবে না। শেষ মেম্ব আমরা দুজনেই অধৈর্য হয়ে গেলাম। অনেকখানি হেটে একটা সবুজ সিএনজি পেলাম। সেও যাবে না। ভাবখান যেন



নবাবজাদা পারের উপর পা ভুলে সিগারেট খাচ্ছে। আমার বন্ধু মোলায়েম সুরে বলল

- ভাই যাইবেন না কেন?

- যামু না আমার ইচ্ছা। সিএনজি ওলার বলার ধরনে দুজনেরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। হটাৎ আমার বন্ধুটি করল কি আমার হাত খেতে তালাগুলো নিয়ে টপাটপ সিএনজির দুদিকের দরজায় মেরে দিল। সিএনজি ওলা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল 'এটা কি করলেন?' বন্ধুটি মধুর হাসি হেসে গেয়ে উঠল 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি...' এরপরতো ওখানে লোক জমে গেল। ঘটনা দেখে প্রথমে সবাই মজা পেল একচোট হাসল। তারপর সবাই আমাদের পক্ষে সমর্থন দিল। এবং বলা হল ফ্রি মীরপুর নিয়ে গেলে তালা খোলা হবে। শেষ মেম্ব রিমর্ষ সিএনজি ওলা রাজি হল। আমরা তালা খুলে উঠে বসলাম। রাজার হালে মীরপুর নেমে...না ভাড়া অবশ্য দিলাম তবে দশ টাকা কম।

সোহেল

মাজার রোড, মীরপুর

ঢাকা।

৭

আমার এক বেকুব বন্ধু ফোনে প্রেম করে। এখন তাদের সরাসরি দেখা করার দিন উপস্থিত। সে এসে আমাকে ধরল 'দোস কাল তো এ মেয়ের সঙ্গে আমার পার্কে দেখা হবে।'

- ভাল কথা দেখা কর। আমি বলি

- না মানে নিজেকে আরো আকর্ষণীয় করার একটা বুদ্ধ পেয়েছি কি?

- আপুর নীল কনট্যাক্ট লেন পড়ে গেলে কেমন হয়?

- দারুন হয় (আমি হাসি চেপে বলি)

পরদিন তাদের দেখা করার কথা বিকেলে। কোন একটা পার্কে। বন্ধু দুপুরের দিকে ফোন করল কান্না কান্না সুরে

- দোস জলদি আয় না

গেলাম। গিয়েতো হতভম্ব। কি ব্যাপার? তার দুই চোখে ব্যাভেজ বাধা তিন দিন এ ভাবে থাকতে হবে চোখের উপরের পাতলা পর্দা নাকি ছিড়ে গেছে। কিভাবে হল? সেই যে চুরি করে বোনের নীল কনট্যাক্ট লেন পড়ে পাট নিতে গিয়ে দুই চোখে ভাৎক্ষনিক ভয়াবহ এ্যালার্জিক রিএ্যাকশন করে ব্যাড়া ছ্যাড়া অবস্থা। এখন সে আমাকে ধরেছে তাকে ধরে ধরে পার্কে নিয়ে যেতে হবে - কেন এই অবস্থায় যাওয়ার দরকার কি?

- না না, না গেলে এ মেয়ে আমাকে চীৎ ভাববে...ইত্যাদী ইত্যাদী। শেষ মেম্ব আর কি করা নীল চোখ নিয়ে যে প্রেমিকের যাওয়ার কথা ছিল পার্কে প্রেমিকার কাছে। তাকে যেতে হল দুই চোখে ব্যাভেজ বাধা অবস্থায় হাটি হাটি পা পা করে আমার হাত ধরে ধরে...তারপর আর কি পার্কে যা হল সেটাকে আর প্র্যাকটিকেল জোক না বলে বলা দরকার ... প্র্যাকটিকেল ট্রাজিডি শরীফুর রহমান

জনসন রোড, ঢাকা



আমরা চাকুরীজীবী বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঠিক করলাম সবাই সপ্তি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কোথাও চায়নিজ খাব। যেই কথা সেই কাজ নির্দিষ্ট দিনে ঢাকায় একটা নামি দামি রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। সবাই এল যথাসময়ে। অর্ডারও দেয়া হয়েছে। বেশ বড় পার্টি। তো একজন প্রশ্ন তুলল আমাদের ড্রাইভারদের কি করা হবে? একজন বলল সবাইকে একশ করে টাকা দিয়ে দাও, ওয়া বাইরে খেয়ে নিবে। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হল ড্রাইভারদের একশ করে টাকা দিয়ে দেয়ার জন্য। মোট পাঁচ জন ড্রাইভার আমি বাইরে গিয়ে সবাইকে টাকা দিয়ে বললাম 'ভোমরা কিছু খেয়ে নিও'। তারাও খুশিই মনে হল। ভিতরে এসে গম্ভীর ভাবে আমাদের আরেক গাড়িওয়ালা বন্ধু মুনীরকে (ছদ্মনাম। আসল নাম প্রকাশ করলাম না) ডাকলাম।

- মুনীর শোন

- কি? মুনীর অবাক হয়ে উঠে এল। মুনীরের বউ ও অন্যান্যরাও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি মুনীরের দিকে একশ টাকা বাড়িয়ে ধরে গম্ভীর ভাবে বললাম 'তুই ড্রাইভারদের সঙ্গে বাইরে কিছু খেয়ে নিস' এক মুহুর্তে সবাই থমকে গেল যেন। তারপর ব্যাপার বুঝতে পেরে সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। ব্যাপার হচ্ছে আমাদের মধ্যে মুনীরই একমাত্র ব্যক্তি যে নিজের গাড়ী নিজে ড্রাইভ করে। সবাই ব্যাপারটাকে ফান হিসেবে নিলেও মিটার এন্ড মিসেস মুনীর ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিল না। এটা আরো টের পেলাম যখন ক'দিনপর তারা নতুন ফ্ল্যাট কিনে উঠে গেল তখন সবাইকে দাওয়াত করল কিন্তু আমাকে দাওয়াত করল না। হো হো...!!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঢাকা।

৯

তখন এসএসসি পরীক্ষা চলছিল আমাদের। হটাৎ একটি দৈনিক কাগজে দেখি পরের দিন বায়োলজি পরীক্ষা। আমরাতো হতভম্ব। সঙ্গে সঙ্গে করেক বন্ধু মিলে বোর্ড অফিসে ফোন করলাম। বোর্ড অফিস থেকে জানাল ভয়ের কিছু নেই ওটা ভুল ছাপা হয়েছে আগামী কাল যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ ফিজিক্স পরীক্ষা সেটাই হবে। আমরা নিশ্চিত হলাম। ধরে যেন লাগটা ফিরে এল কৌতুকময়।

পরদিন ফিজিক্স পরীক্ষা দিতে গেলাম কি মনে করে সঙ্গে দৈনিক পত্রিকাটি (যেখানে ভুল করে ছাপা হয়েছে আজ বায়োলজি পরীক্ষা) সঙ্গে নিয়ে গেলাম। হলে আমাদের সিরিয়াস টাইপের এক বন্ধু এসে বলল

- দোস কোনটা কোনটা পড়ে এসেছিস? আমি গম্ভীর হয়ে বললাম
- জীবকাষটা ভাল করে পড়েছি আর স্নায়ুতন্ত্রটাও ডিটেইলস পড়ে এসেছি

- মানে? তুই কি বলছিস আজ কি পরীক্ষা?

- কেন বায়োলজি

- বায়োলজি??

- কেন তুই জানিস না? বলে আমি তৎক্ষণাত্ গতকালের পত্রিকাটি বের করলাম। যেখানে ভুল করে লিখেছে আজ বায়োলজি পরীক্ষা আমাদের সিরিয়াস বন্ধু এক নজর দেখল তারপর একটা গগন বিদারী চিৎকার দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল...! তারপর আবার লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল চিৎকার করতে করতে। বোধ হয় রাস্তায় গিয়ে কোন খাবমান ট্রাকের সামনে দাড়ানোর জন্যই। আমরা দেবী করলাম না লাফ দিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। আর ঠিক তখনই পরীক্ষার ঘন্টা পড়ল... আমরা সব ছুটলাম পরীক্ষা দিতে। তবে না পরে বায়োলজি খুরি ফিজিক্স পরীক্ষা সে ভালই দিয়েছিল।

ওয়াদি

ঝিকাতলা, ঢাকা।

১০

আমাদের কলেজ জীবনে দুই বন্ধু ছিল একজন বিরাট লম্বা আরেকজন সিরিয়াস বাটকু। কিন্তু দুজনে আবার গলায় গলায় ফ্রেণ্ডশীপ। দুজনের মধ্যে আরেকটা ব্যাপারে খুব মিল ছিল তারা দুজনেই সিরিয়াস নকলবাজ ছিল। তারা যেন পণই করেছে কখনো কোন পরীক্ষায় পড়ে পাশ করবে না, বাই হুক অর ক্যাপ্টেন জেমস কুক নকল করে পাশ করবে।

তো এক পরীক্ষার আগে আগে কি কারণে তাদের মধ্যে সিরিয়াস ঝগড়া হয়ে গেল। আমরা ভাবলাম এবার ওদের কি হবে? কিভাবে নকল করবে? তারা দুজন আবার 'দুজনে দুজনা পদ্ধতিতে' নকল করে। তো প্রথম পরীক্ষার দিন নিয়মানুযায়ী লম্বু বের হয়ে গেল। বাথরুমে গিয়ে বই দেখে আসবে তারপর বাটকুকে ইশারা করবে সেও বের হয়ে যাবে। আমরা ভাবলাম এবার কি হয় দেখা যাক। কিন্তু দেখা গেল ফিরে এসে লম্বু ঠিকই বাটকুকে ইশারা করল বাটকুও দেখলাম একটু অবাক হল। বোধ হয় সেও আশা করে নি যে লম্বু তাকে ইশারা করবে যে 'বাথরুমে নকলের বই রেডি আছে তুই যা'।

তো বাটকুও চট করে বের হয়ে গেল। আমরা ভাবলাম তাহলে বোধহয় পরীক্ষার আগে আগে তাদের ঝগড়া মিটে গেছে। কিছুক্ষন বাদে বাটকু ফিরে এল ভাবে সাবে মনে হল সিরিয়াস কেপেছে।

পরে পরীক্ষা শেষে দুজনে হাতাহাতি হবার উপক্রম। কি ব্যাপার? অনুসন্ধান করে জানা গেল যে লম্বু বাথরুমে বই রাখার ইশারাটা ঠিকই দিয়েছিল কিন্তু বাটকু টয়লেটে গিয়ে দেখে সে মানে লম্বু হচ্ছে করে নকলের বইটা রেখেছে অনেক উপরে যেন বাটকু নাগাল না পায়। ফলে বাটকু নাগাল পায় নি বলে নকল করাও হয় নি।

সাইফুল আলম

ঝালকাঠি, বরিশাল। ০০



সামান্য বৃষ্টিতে ঢাকা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আর এ নিয়ে জনগনের দুর্ভোগের সীমা নেই। এর কোন প্রতিকারও নেই। কিন্তু এর কি কোনই সুবিধা নেই? আছে, আমরা বেশ কিছু সুবিধা খুঁজে বের করেছি। তাই নিয়ে এই এক পাতার ফিচার...

জ লে অ ব রুদ্ধ ঢা কা র কি ছু সু বি ধা!!

মারুফ রেহমান

- এক নম্বর সুবিধা হচ্ছে পয়সা খরচ করে সুইমিং পুলে ভর্তি হয়ে আর সাঁতার শিখতে করে না। সাঁতার সামনেই দাপাদাপি করে সাঁতার শেখা হয়ে যাবে।
- দুই নম্বর সুবিধা হচ্ছে অলিতে গলিতে নৌকা চলে বলে নিজের এলাকাটাকে তখন ভেনিস শহর মনে হবে। পয়সা খরচ করে ভাগ্যান্বেষনে ইতালী না গিয়ে ঢাকতেই...।
- এ্যাপার্টমেন্টের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বা আত্মহত্যার চেষ্টা বিফলে যাবে। কারণ নিচে পানি থই থই পানি... পানি আর পানি।
- নোংরা পানির কারণে গায়ে নানান ধরণের স্কিন ডিজিজ হবে তখন 'চর্ম ও ...' রোগের ডাক্তারের পোয়া বারো...প্রথম ভিজিট ৩০০ টাকা দ্বিতীয় ভিজিট ২০০ টাকা... তারপর নিজের কামের সীরা দামি দামি বিদেশী অমুখতো আছেই।
- সবসময় নৌকা চলাচলের কারণে চিরন্তন আবহমান বাংলার একটা ভাব চলে আসবে শহরে পেরেই!
- ঢাকার অবরুদ্ধ পানিকে বন্যা বলে প্রচার করে দিব্যি বিদেশী সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।
- ঘরের জন্যলা দিয়ে বর্শি ফেলে সব ধরনের তাজা মাছ ধরতে পরবেন। পানি হলে কই কারে বাজারে গিয়ে আর পঁচা মাছ কিনতে যেতে হবে না।
- সিএনজির পিছনে সার্কিং বোর্ড বেধে দিব্যি আপনার এলাকার মধ্যেই সার্কিং করতে পারবেন।
- পাশের বাসার অঙ্গরী তরুনীকে প্রেম পত্র দিতে ছোট ভাইকে ঘুষ দিয়ে রিক্স নিয়ে পত্র পাঠানোর বদলে চিঠি লিখে ঐ কাগজে নৌকা বানিয়ে ভাসিয়ে দিলেই হল।
- সাতাশ বছরের জমানো উন্মাদ লজ্জায় বেঁচেতেও পারছেন না যে আশে-পাশের পাবলিক খুবে যাবে যে আপনি উন্মাদ পাঠক। এই চাপে রাতের অন্ধকারে চামে সব উন্মাদ ডুবিয়ে দিন। কেউ জানতেও পারবে না তারপর দেশী নিউজপ্রিন্ট পানিতে গলতে আর কতক্ষন?

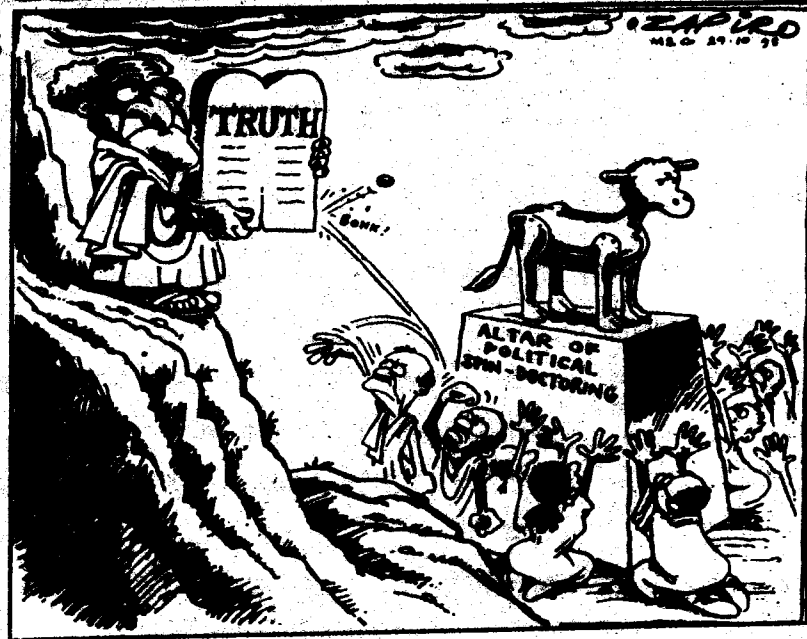


বিদেশী কাটুন জাপিরোর কাটুন

জোনাথন শাপিরো ওরকে জাপিরো সাউথ আফ্রিকার অন্যতম রাজনৈতিক কাটুনিষ্ট। তরুণে পেনায় তিনি ছিলেন একজন আর্কিটেক্ট। কিন্তু পরবর্তীতে বাধ্যতামূলক ভাবে তাকে আর্মীতে যেতে হয়। যদিও তিনি সেখানে অস্ত্র বহন করতে অস্বিকৃতি জানান। সেই সময়ই তিনি রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভূত হন। ইউডিএফ (ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) এর সঙ্গে সংযুক্ত হোন। পরে তার জেল হয়ে যায়। জেল থেকে বের হয়ে কিছু দিন আত্মগোপন করে থাকেন। পরে 'সাউথ' পত্রিকায় কাটুনিষ্ট হিসেবে জয়েন করে।

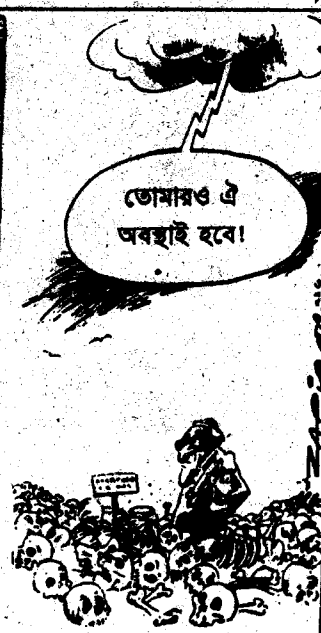
কিভাবে কাটুনিষ্ট হলেন এই প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ছোট বেলায় তার মা তাকে হবি আঁকতে উদ্ভূত করেন। তিনি বলতেন 'তুমি তোমার রাতের দুঃখপূর্ণ ওলোকে কেন আঁকছ না?' তখন সেই রাতের ঘুমের ভিতরে সেখা রাফস খোকস আঁকতে গিয়েই ঘেন হয়ে যেতে লাগল সব কাটুন।

আর রাজনৈতিক কাটুন আঁকতে শুরু করেন আর্মীতে থাকার সময়। যখন তার ভিতর রাজনৈতিক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটে। এখন পর্বত তিনি সাউথ আফ্রিকার জনপ্রিয় কাটুনিষ্ট। উন্মাদের পাঠকদের জন্য এখানে তার কিছু কাটুন ছাপা হল।





25 April 1996



THE RAINBOW NATION



ZAPIRO 24 25 96

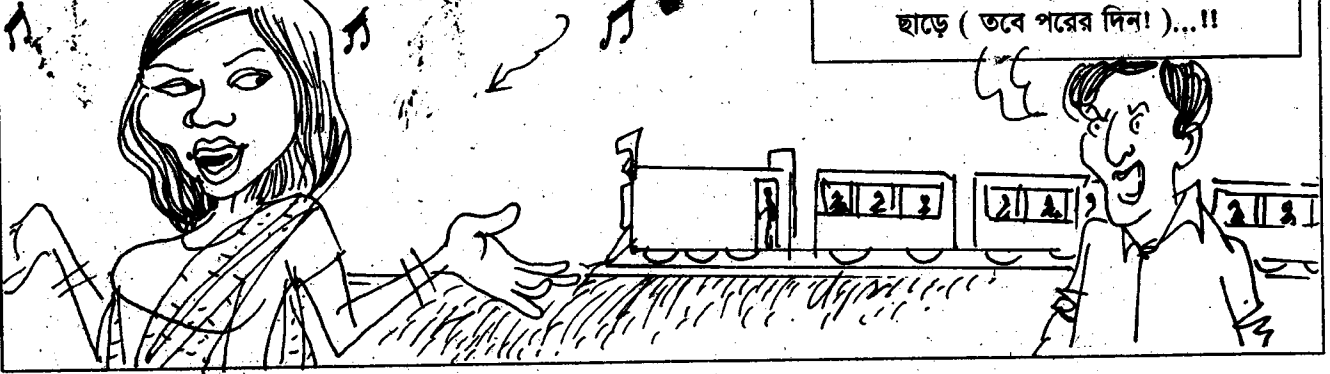


ZAPIRO 24 25 96

জনপ্রিয় গানের সাইড রি-এ্যাকশন

ইষ্টিশনের রেল গাড়িটা ...মাইপা চলে ঘড়ির কাঁটা...

হ মাইপাই চলে ৫টোর গাড়ি ঠিক ৫টায়ই
ছাড়ে (তবে পরের দিন!)...!!



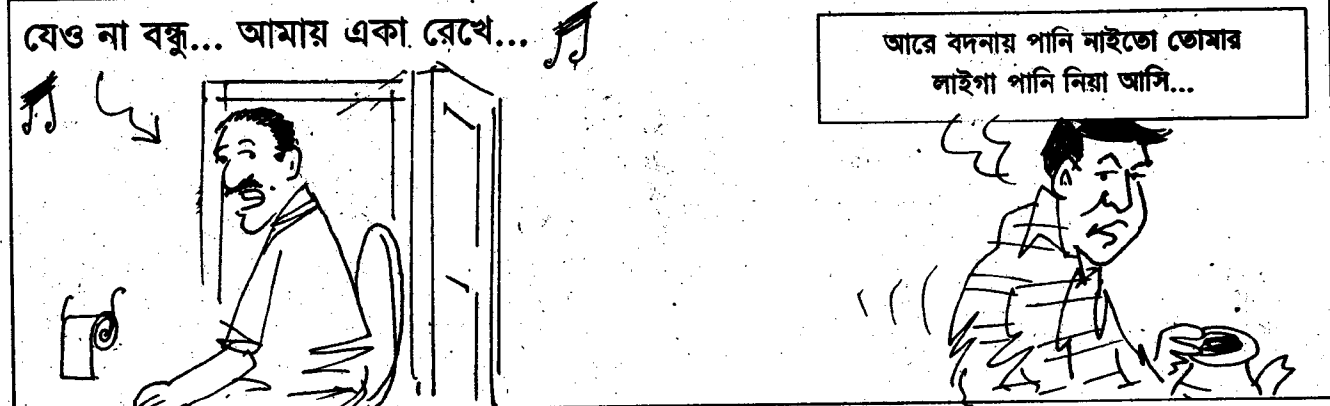
আমার ঘুম ভাঙায়া দিল রে... মরার কোকিলে...

খালি মোবাইলের রিং টোন বদলাইলে হইব?
এ্যালার্ম ঘড়ির রিং টোনও বদলান!



যেও না বন্ধু... আমায় একা রেখে...

আরে বদনায় পানি নাইতো তোমার
লাইগা পানি নিয়া আসি...



ধিক ধিকি ...আগুন জ্বলে... ♪

ধিকি ধিকি না টেংরা টিলায় যে আগুন জ্বলছে
গ্যাস ফিল্ডের একটা লেয়ার বোধ হয় শেষ!

চুরি করেছে ... আমার মনটা... ♪

কি উদ্ভাপাস্তা কণ্ড মিয়া? ৪০ সের ওজন
মাথায় লগা যাইব একটা মেয়ে মানুষ??

তোমার হাত পাখার বাতাসে...প্রাণ জুরিয়ে আসে... ♪

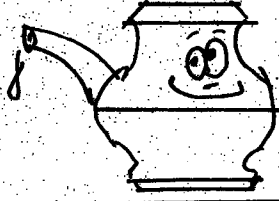
কি কস ব্যাজা? সারা দেশে তাপ প্রবাহ...
এসি দিয়া আগুন বাইরাতাছে...

আমার গরুর গাড়িতে...বৌ সাজিয়ে... ♪

গরুর গাড়িতে বৌ নিবা? তা নেও, লগে
কাবিনের ট্যাকাডা রেডি রাইখ কইলাম!

একটি বদনার আত্মকাহিনী

পারিসা গিয়াস



পাঠক হলেও ভবমেন বদনার আবার আত্মকাহিনী কিসের? বাঙালীর কাছে বদনা খুবই পরিচিত এবং একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও নিত্যব্যবহার্য বস্তু তা করার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেকের বাড়ির বাথরুমে একটি করে বদনা পোজ পায়। এই বদনা যে অতি প্রয়োজনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর আবার আত্মকাহিনী কি থাকতে পারে? কিন্তু পাঠক সকল আমি হলাম একজন সৌভাগ্যবান (!) বদনা। আমার জীবন কাহিনী আর দশটা বদনার মত সাধারণ নয়। কেন ও কি করে সৌভাগ্যবান হলাম তা নিচয়ই জানাবার জন্য আপনারা উদ্যমী হবেন। তাইলে আমার আত্মকাহিনীটি আপনারদের সাথে পরিবেশন করছি।

প্রথমে আমার জন্মস্থান আমার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত করি। আমি যথি আধুনিক বদনা। অর্থাৎ প্রাস্টিকের তৈরী। আর যারা সেকালে বদনা তারা হচ্ছে দস্তার কিংবা শেখার তৈরী।

যাহোক আমার জন্ম ঢাকার অদূরে অবস্থিত 'কুদুস প্রাস্টিক কারখানা'। সেখানে আমার এবং আমার আরও বহুসংখ্যক জন্ম হয়। (অনিদা তারা এখন কোথায়, কিভাবে কর বাথরুমে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরপর আমাদের অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন প্রাস্টিকের বিক্রেতাদের কাছে চালান করে দেয়া হল। কখন আমরা অনেকেরই আলাদা হয়ে গেলাম। কেউ গেল মোহাম্মদপুর বাজারে, কেউ গেল আগোয়ার প্রাস্টিক সেকশনে আর আমি এক সাথে চম্বন খানেক বহু আসলাম উত্তার এক বাজারে।

আমাদের প্রথম মালিক আমাদের প্রত্যেককে দশ টাকা দামে কিনে নিলেন তারপর সোকারে সাজিয়ে রাখলেন। প্রথম দিনেই আমার কিছু কিছু বিদায় লিল। অর্থাৎ তারা বিক্রি হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিনে এক লোক এসে ২৫ টাকা করে আমাকে ও সাথে আমার আরেক বহুকে কিনে নিয়ে গেল। তখনও জানতাম না যে আমার জন্ম কত বড় সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে। যে বাসায় গেলাম সে বাসটি দেখতে খুব সুন্দর। ভবলাক বাক ভাল জায়গাতেই এসেছি। আমরা দুই বহুই খুশি হলাম। কিন্তু আবার পর আমাদের স্থান বাথরুমে কয়েকজনের পাশে হলো না। আমাদেরকে যে ভাবে কিনে আনা হয়েছিল সেভাবেই প্যাকেট তরা অবস্থায় এক কোনার রেখে দেয়া হল। প্রথমে এর কারণ বুঝতে পারিনি। পরে জানতে পারলাম যে আমাদের যাক সোকার থেকে এসে এই বাসাতেই শেষ হয়ে যায় নি। জানতে পারলাম জনৈক স্ত্রীমহিলা পেশাল অর্ডার দিয়ে আমাদেরকে নিতে বলেছেন সুন্দর কানভার। একি বস্তু না সত্তি। মানুষের মত হাত থাকলে না হয় চিমটি কেটে দেখতে পারতাম।) সোকারে থাকার সময় সোকারকে বলতে অনেছি, কানভা আমেরিকা অনেক বড় দেশ। সেখানে কি সবাই যেতে পারে? পাসপোর্ট তিসা নাগে আরও কত বামোলা কত মানুষ দিনের পর দিন অপেক্ষা করতেই থাকে তিসার জন্য কিন্তু তিসা পায় না। আর আমি পাসপোর্ট তিসা হাড়াই চলে যাই। একি কম সৌভাগ্য! হুই হোক এরপর কিনে আনার পর আমাকে ও আমার বহুকে এক সাথে একটা প্যাকেটে বন্ধ করে রেখে দেয়া হল। অনেকেরি যারা সেই বাড়িতে বেড়তে গিয়েছিল তারা আমাদেরকে ঐ অবস্থায় দেখে অবাকই হয়েছিল। তারা অবশ্য সবাই হুই কানভার বসবাসরত জনৈক স্ত্রীমহিলায় আভিযম্বন। ঘটনা তখন তারা অনেক রসিকতা করলেন। তাতে আমি একটু অপমানিত বোধ করলাম। এছাড়াও আসত মেহমানরা আমাদের দেখে হাসাখুসি শুরু করলেন। একজন তো বলেই ফেললেন '১০ টাকার বদনি মিল ২৫ টাকা! এত দাম কি প্রাস্টিকের বদনার হয়?' আরেকজন টিকনি কেটে বলল, 'আরে জাপা এই বদনা হচ্ছে কানভা এর একটা দাম আছে না? তাও আবার যে সে কারও বাসায় যাচ্ছে না, নিউজপাইক ইউনিভার্সিটি প্রক্টেক্সের বাসার কাছে।' জনৈক মহিলায় এ কথাটি শুনে আমার অনেক রাগ উঠেছিল। প্রাস্টিকের বদনা বলে কি আমার কোন দাম থাকবে না? পরকনেই ভালদায় আরে এতে এত রাগ করার কি আছে? কানভা যাওয়ার সৌভাগ্য কতজন বদনার হয়? মনে মনে একটু গর্বও বোধ করলাম। কেননা যে বাসায় বাছি তা আমার যে সে কারও বাসা নয়। প্রক্টেক্সের বাসায় কি সৌভাগ্য (কে জানে হয়ত এই চম্ব-একটু লেগাপড়াও শিখে ফেলা যাবে তখন আমি আমার আত্মকাহিনী লিখতে পারবো না পরে আশাখী প্রক্টেক্সের বদনারা পড়ে উৎসাহিত হবে।)

এরপর কিছুদিন আমরা দুইজন চুপচাপ এক কোণে পড়ে রইলাম। বেশ ভালভাবেই ছিলাম আমরা। আমাদের দিকে কেউ বিশেষ মনোযোগ দিল না। তারপর একদিন খনিয় এল আমাদের কানভা যাওয়ার দিন। দিনটি ছিল ১৬ই ফেব্রুয়ারী। রাত দেড়টার কানভার ট্রাফি। আন্তে আন্তে সব জিনিসের সাথে আমাদেরকেও স্যুটকেসে তোলা হল। তবে এই পর্বে আমার বহুখ সাথে বিচ্ছেদ ঘটে। তাকে আরেকটা স্যুটকেসে তোলার জন্য নিয়ে যাওয়া হল। আমাদেরকে নেয়া নিয়ে আমাদের বহনকারী কিছুটা বিরক্তবোধ করছিলেন। একজন লোক যে কিনা সব প্যাক করছিলেন আমাকে বার বার স্যুটকেসে ঢোকাচ্ছিলেন আর মের করছিলেন। কেননা স্যুটকেসে জায়গা ছিল না। তাই দেখে আরেকজন মানা করছিলেন 'না নিলেই

জে হয়।' আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাইলে কি এত প্রতিকার পর সেই বাসন দেশ কানভার আবার যাওয়া হবে না? আশ্চর্য উল্লেখ্য আমি তবে ভাগ্য ভাল শেষ পর্বত আমাকে স্যুটকেসে বাঁচানো গেল। তখন পেলাম আমার বহু কানভারি যাওয়া এখনও প্রায় অনিশ্চিত তাই মনে একটু শরিত হলম মনও বাসায় হল। তবে তা স্থায়ী হল না। খবর পেলাম আমার বহুটিও আরেকটি স্যুটকেসে জায়গা করে নিয়েছে। অতঃপর স্যুটকেসের ভালা বন্ধ করে গাড়িতে উঠানো হল। রাত ১১ টার সময় এরারপোর্টের দিকে রওনা দিলাম। এরারপোর্টে পৌছানোর পর স্যুটকেসগুলো নামানো হল টের পেলাম। খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু আত্মজাতিক বিমান কর্মকর্তা নিজের চোখে দেখি। কিন্তু স্যুটকেসের ভিতরে থাকার তা সম্ভব ছিল না, কিন্তু না দেখতে পেলেও অনেক মন তখনতে গাড়িলাম তাই বুঝলাম অনেক মানুষ এখানে। ভালদায় ইশ দেহতে গেল জীবন ভাল লাগত। আরও তখনতে পেলাম বিভিন্ন ভাবার মানুষের কথা যার এক বর্ষ বুঝলাম না। কেবলর টোও করলাম না। তারপর আমাদের বহনকারী অন্যান্য মাল গাড়ির সাথে চেক ইন করে চলে এলাম প্রেনের মালবহন করার জায়গায়।

স্যুটকেস অনেক জিনিসের চাপাচাপিতে আমার চ্যাটা হওয়ার অবস্থা। একে তো প্রাস্টিকের তৈরী। কানভার যেতে যেতে চিড়ে চ্যাটা হয়ে শেষে কোমরটাই না ছেঁসে যায়। চাই কি নাকটোও বেঁকে যেতে পারে। অনেক পথ জরি করে এসে থাকলাম শক্তের হিষ্কো এরারপোর্টে (স্যুটকেসের ভিতর থাকার সবসত্তা বুঝতে পারছিলাম না) সেখানে কিছুক্ষণ ব্রেকবিরতি পর আবার আমাদের প্রেনে তোলা হল। এরপর ১৮ই ফেব্রুয়ারী (যেহেতু আমাদের কানভার পৌছানোর কথা ছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাই বুঝতে পারলাম) গিয়ে পৌছলাম কানভার। স্যুটকেসের ভিতরে থাকার বাইরের কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তবে আমার বহনকারীদের কথাপোকখনে বুঝলাম বাইরে অনেক শীত। তখন মনে হল স্যুটকেসের ভিতর আমি অনেক আরামেই আছি।

আমার সময় প্রথমে স্যুটকেসের অন্যান্য জিনিসপত্র আমাকে হয়ে কল্লেক্ট, পরে অবশ্য তাদের সাথে আমার বহুও হয়ে যায়। তাদের সাথে কিছুদিন কটালাম স্যুটকেসের ভেতর বসি অবস্থায়। অবশ্য কবী মনে ছিল না। বেশ আরামেই ছিলাম বাইরে থাকার তুলনায়। কেননা বাইরে অনেক শীত তখন বহু পেলেও আমার পুরান বহু বদনাকে খুব 'মিস' করছিলাম। (এর মধ্যে আমি কয়েকটি ইয়েকি মন শিখে ফেলেছি।) কিন্তু এর সাথে দেখা হওয়ার বা কথা বলার কোন সুযোগ ছিল না।

কিন্তুদিন পর বাইরের আলো দেখতে পেলাম। অর্থাৎ আমাকে স্যুটকেস থেকে বের করা হল। আরোতে কিছুক্ষনের জন্য চোখ খািয়ের পেলেও একটু পরে সরে গেল। দেখতে পেলাম আমার বহুটিও বের হয়েছে। তার সাথে কুশল্যাদি বিনয়ম করলাম। এরপর জানতে পারলাম আমাদেরকে বাই পোর্টে আমাদের আসল গন্তব্যে পৌছানো হবে। আমি আমার স্যুটকেসের অন্যান্য বহুদের বিদায় জানালাম। এরপর আমাদের দুই জনকে সুন্দর করে প্যাক করা হল। প্যাক করে তাতে স্ট্যাপল লাগিয়ে পোর্ট করা হল ফ্রেডরিক্টন। কয়েক ঘণ্টা পর মন্ট্রিয়েল শহর থেকে ফ্রেডরিক্টনে পৌছলাম। এখানে আমাদের সহ প্যাকটিকে কেউ গ্রহণ করলেন। এরপর আমরা সুস্থ হলাম। আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌছে গেলাম। আমাদের আসল মালিক যে স্ত্রীমহিলা আমাদের পেয়ে দারুন খুশি হলেন এক আমাদের বহনকারীকে কোন করে ধন্যবাদ মালিক যে স্ত্রীমহিলা আমাদের পেয়ে দারুন খুশি হলেন এক আমাদের বহনকারীকে কোন করে ধন্যবাদ জানালেন। বুঝতে পারলাম ইনি প্রক্টেক্সের সাহেবের গুয়াইক। এরপর তিনি আমাদের দুই জনকে দুটি সুন্দর টাইলস বসানো বাথরুমে নিয়ে গেলেন আমি এত সুন্দর বাথরুম দেখে অভিভূত হলাম। আমি বস্তুও জবতে পারিনি এত সুন্দর বাথরুমে জায়গা হবে। আমাকে একটি সুন্দর কয়েকজনের পাশে স্থাপন করা হল। এটিই হল আমার গন্তব্য এক থাকার স্থায়ী জায়গা। যা পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম।

আন্তে আন্তে আমার আরও অনেক নতুন বহু হল। তারা অবশ্য সবাই বিদেশী। যেমন - বিদেশী সাবান, বিদেশী শ্যাম্পু, বিদেশী লোশন, বিদেশী টয়লেট ক্লিনার ইত্যাদি। তারা আমাকে দেখে প্রথমে খুব অবাক হয়েছিল। প্রথমে শুনের কথা বুঝতাম না 'আমি আবার বাংলাদেশী বদনা কিনা। আন্তে আন্তে শুনের অজ্ঞাটা রঙ করলাম। সাথে কিছু লেগাপড়াও।

আমার মালিকটি বেশ হাসিখুশি মহিলা। তার সাথে রোজই দেখা হত। তিনি আমাকে অত্যন্ত মজুর সাথে ব্যবহার করতেন। প্রক্টেক্সের সাহেবের সাথেও রোজই দেখা হত। তাকে দেখলে আমার খুব ভাল লাগত। একজন জ্ঞানী মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়ারতো কম কথা না।

নতুন বহু পেলেও আমি আমার বহু বদনাকে ভুলিনি। মাঝে মাঝে বহন বাথরুম পরিষ্কার করা হয় তখন আমার ওর সাথে দেখা হয়। তারও নাকি অনেক নতুন বহু হয়েছে। বাথরুম থোয়া শেষ হলে আবার যে যার স্থানে কিরে যেতাম।

আমার নতুন বহুদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙালীও ছিল। যেমন একটা বাংলাদেশী পাগাল আর তোয়ালে গুলো, তাদের কাছ থেকে বাংলা লেখা শিখে নিলাম। আমার ভোয়ালে বহু আমাকে আমার আত্মজীবনী লেখার অনুপ্রেরণা দেয়।

বর্তমানে আমি আমার আত্মজীবনীটি লিখছি। লেখাটি শেষের পথে। লেখা শেষ হলে এটিকে কয়েকটি ক্লাপ করে দেব। এই বহুক্রমে কয়েকটি উল্লাস পরিকা আছে। রাতে বেলা প্রায়ই এই পরিকা পড়তাম মুন না আসলে। সেখানে থেকে জানতে পারি বাংলাদেশে এরকম একটি পরিকা আছে যাদের কাছে কিছু পাগালে হলে কয়েকটি ক্লাপ করে দিগেই হয়। কয়েকজনের সাথে আমার খনিষ্ট বহুও থাকার সে আমার লেখাটি ক্লাপ করতে সানন্দে রাজি হয়। আমার লেখাটি উল্লাসে ছাপা হলে অবশ্যই বদনারা এটি পড়ে অনুপ্রাণিত হবে বলে আশা রাখি। ০০

কাঁচামরিচের কেজি ৮০ টাকা!

রায়পুর (শিবগঞ্জ) ও হুগলি (কিশোরগঞ্জ) এটিদিনি

কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চল ও শিবগঞ্জের তারাপাড়া হাটের কাঁচামরিচের দাম বেড়ে গেছে। দু'দিন আগে ১০-১২ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও এখন দাম ৮০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ব্যক্তিগত আমদানি কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে। তবে বাজার ঘুরে দেখা যায়, সরবরাহ বাড়বিক।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর বাজারে পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতারা বলেন, ব্যক্তিগত আমদানি কমে যাওয়ায় কাঁচামরিচ ৭৫ থেকে ৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। জুড়েই সবজি ও বাছের দামও।

শিবগঞ্জের রায়গঞ্জের কাঁচামরিচের দাম আটককা বেড়ে গেছে।

কাঁচামরিচের কেজি আশি টাকায় উঠেছে!! কাঁচামরিচ এখন সেলিব্রেটি সজি আর তাই কাঁচামরিচ নিয়ে এই জরুরী উন্মাদনীয় ফিচেল ফিচার!

আহসান হাবীব

কাঁচামরিচ এখন

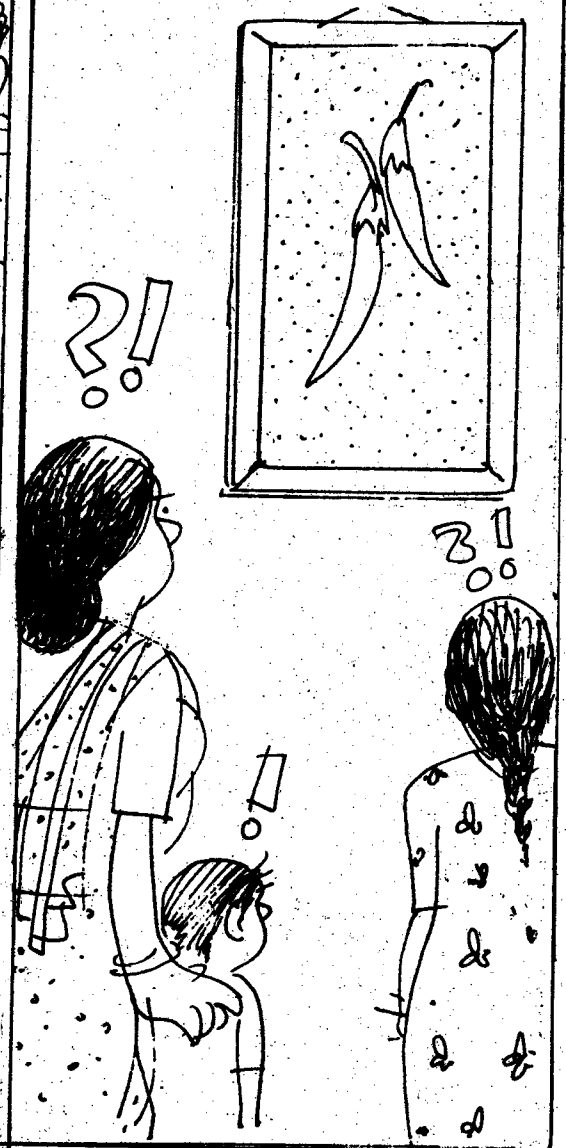
কাঁচামরিচ এখন...

অনায়াসে মিউজিয়ামে ঢুকে পরতে পরে!



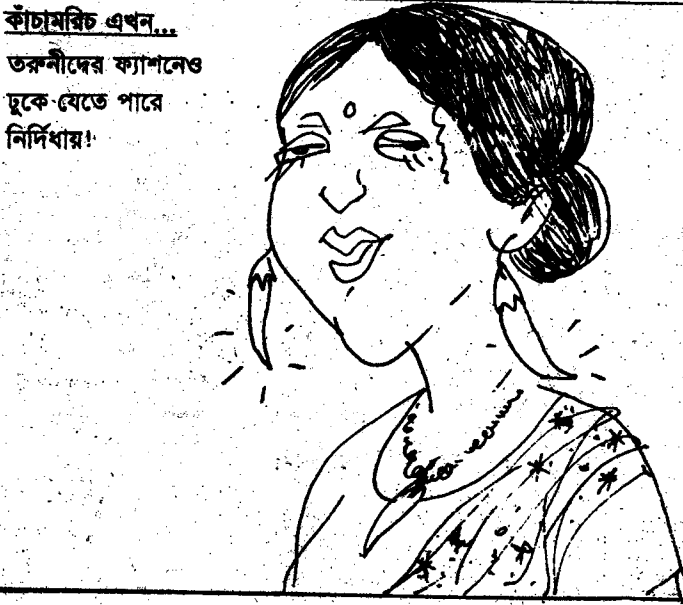
কাঁচামরিচ এখন...

কোন গ্যালারীর ফ্রেমে বন্দি হয়ে যেতে পারে সসন্মানে!



কাঁচামরিচ এখন...

ভরুনীদের ক্যাশনেও ঢুকে যেতে পারে নির্দিষ্টায়!



কাঁচামরিচ এখন...

সুযোগ করে দিতে পারে কাস্টম অফিসারদের ফটোসেশনের!

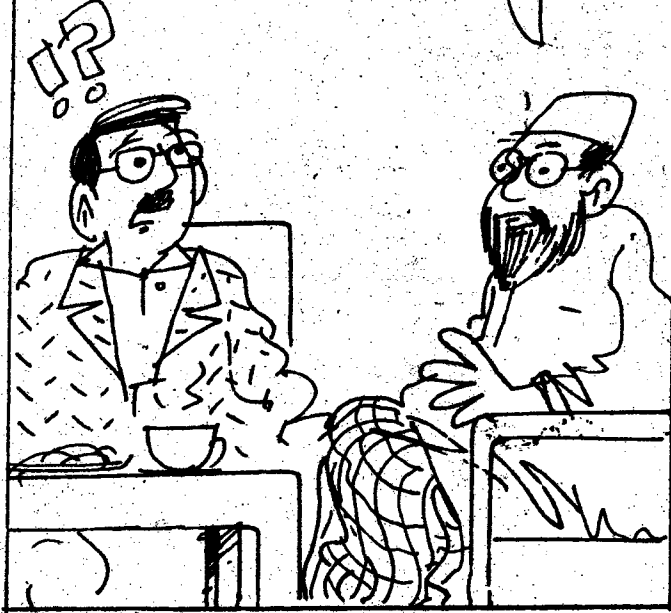
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কাস্টম অফিসারদের হাতে ধরা পরেছে আড়াইশগ্রাম মূল্যবান কাঁচামরিচ। এই কাঁচামরিচ নিয়ে ধৃত লোকটি দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিল...



কাঁচামরিচ এখন...

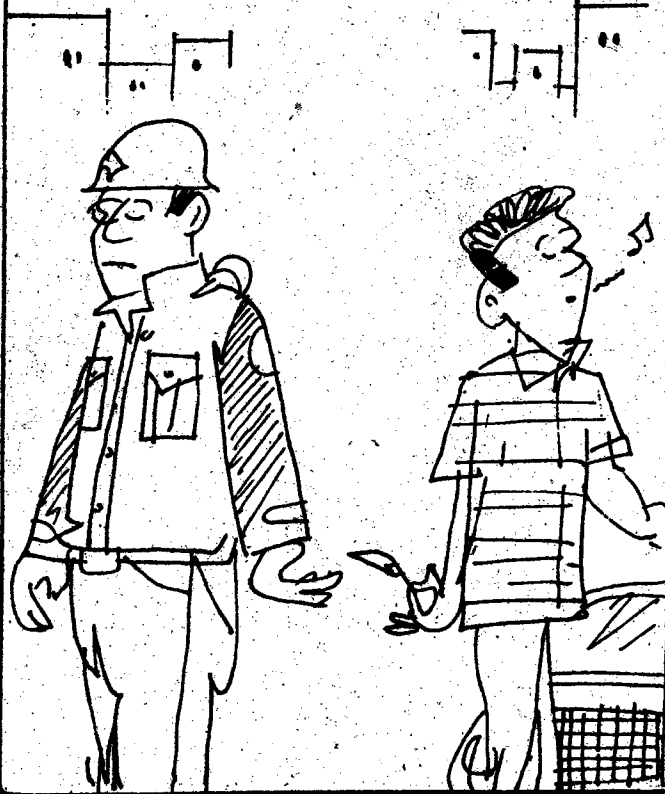
আসতে পারে বিয়ের আলাপে প্রলাপে!

বেয়াই সাহেব টিভি ক্রিজ গাড়ি কিনে চাই না, শুধু আখা মন কাঁচামরিচ দিলেই চলবে!



কাঁচামরিচ এখন...

হতে পারে রাস্তার লেনদেনের কমন দৃশ্যের নায়ক!



কাঁচামরিচ এখন...

হতে পারে হাইজ্যাকারদের টার্গেট!

কেতাপুড়ি স্যামসনের মোবাইল, জলাদি ব্যাগ থাইকা কাঁচামরিচওলা বাইর করেন!



কাঁচামরিচ এখন...

কোন নামি দামি ব্যাংকেও চুকে যেতে পারে!

সকালে আমার যে বিশ ভরি সোনা আছে ওটার
বদলে আমি দুই কেজি কাঁচামরিচ রাখতে চাই!



কাঁচামরিচ এখন...

বান্ধবীর সাথে মূল্যবান আলাপের বিষয় হতে পারে!

জানিস ভাইয়ার বিয়েতে এক লোক ৫০ গ্রাম
বোম্বাই কাঁচামরিচ গিফট করেছে!

বলিস কি মানুষ এত বড়লোক হয়?



কাঁচামরিচ এখন...

হতে পারে সকালের উত্তেজক সংবাদ!

কাভ দেখেছ? আলু ভতায় ভুল করে
কাঁচামরিচ দেয়ায় স্বামীর হাতে ত্রী খুন!



কাঁচামরিচ এখন...

হতে পারে উন্মাদের শেষ ভরসা!

আয়া পড়েন! আয়া পড়েন!! ভরি মাত্র
৯০০০ টাকায় কাঁচা মরিচ!



বিব্রল প্রজাতির সেই

কচ্ছপ

খুং তেরিকা শালাগো লাইগা শান্তিমত বর্শি দিয়া
মাছও ধরতে পারি না...খালি পানি ঘোলা করে...!!

আরে পানিতো সবাই ঘোলা করতাহে আইজ কাল...। ওরে
বাপরে এত ওজন! বোধ হয় জিনের কলসি জালে বাজছে।
ঐ জিনের কাছে কি কি বর চাইব ঠিক কইরা ল আসেই!

সেই কচ্ছপ...!

মারও টান হেইও!

গুড মনিং স্যার। সাগর তলের গুডেচ্ছা নিন

আরে এ দেখি বিরাট এক কচ্ছপ!
শালায় কি সাগর তলে আব্দুন নুরানী
তুব্বারের অনুষ্ঠানের এজলি নিচ্ছে?

চল এইডারে সাক্ষারী পার্কে
চালান কইরা কিছু টু পাইস ...

কাম সরছে। এরা
আবার কোন সার্ভিসের
কথা কয়!

আরে দূর কি কন না কন। এইডারে
দিয়া এখন 'টার্টেল সার্ভিস' চালু করুম।
এডা আবার কি?

আয়া পড়েন! আয়া পড়েন!!
ইম্পেশ্যাল টারটেল সার্ভিস!!

ওগো আমাদের ভাগ্য ভাল চল
হানিমুনে এসে টারটেল সার্ভিসে চড়ি!

হ্যাঁ এমনই বিয়া করছি লেটে!
এখন কচ্ছপের গাড়িতে চড়ে...

আরে দেখ দেখ ঢাকার
ময়ূরী এখানে!

আরে কচ্ছপের বাচ্চাতো
ফাঁদে পড়ছে! পড়াই উচিৎ
ওর শাইগা আমার মান
ইজ্জত সব গেছে!

আরে স্পোর্টস পার্টনার! দেখতো
কি ঝামেলায় পড়েছি। তোমার
সঙ্গে যে আবার একটা রেস দিব
সে উপায় নেই!

সারহে! শালায়তো আবার
রেস দিতে চায় ভাগি এমনই
একবার রাম ধরা খাইছি...!

হায়! হায়!! আমিতো ধরা!

বোধহয় বাঁচলাম!

দেশ বাঁচাও! পরিবেশ বাঁচাও!!

অভয়াবন্যের প্রাণীদের রক্ষা কর!

বিবল প্রজাতির প্রাণীদের সংরক্ষন কর

এইডা কি করলি ঢাকা থাইকা পারিবেশবাদিরে দাওয়াত
কইরা আইনা এখন কচ্ছপের পিঠে উঠায় দিলি?

কি করুম ক' বাজেট
নাই কেমনে ঢাকা
ফেরং পাঠামু? ভাগ্য ভাল
কচ্ছপটা সময় মত

আগে ছিল একজন এখন যে কয়জন
উঠছে আদ্রা যাবুদ জানে...!!

এ ঢাকা শহরে ঢুকছস বু বুক
লাইসেন্স বাইর কর জলদি...

আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন কল্লবাজার থেকে
ঢাকায় এসেছে সেই বিখ্যাত বিরল প্রজাতির
কচ্ছপ...আমি কাজি তাপস কাভার করছি...

আমি খুব এষ বই মেলার
কাভার করছি!

তারা টিভি থেকে তারু...

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক
ঢাকা প্রতিনিধি...জন রিড

খুং দিল মুডটা অক করে!

এ লাগে পাপোষ...

উন্মাদ থেকে...

আমি এটি ঘ্যান ঘ্যান চ্যানেল
থেকে কাভার করছি...

এ ডিজুছে এ্যাড করবা?
করলে কন্টাক্ট সই কর

পোস্টঅফিসে চাকরী
নিবা নাকি কুরিয়ারে?

কমোড কই?

এতো পাইছি...!!

গেলায়!?

ক্যান বমি করবেন?

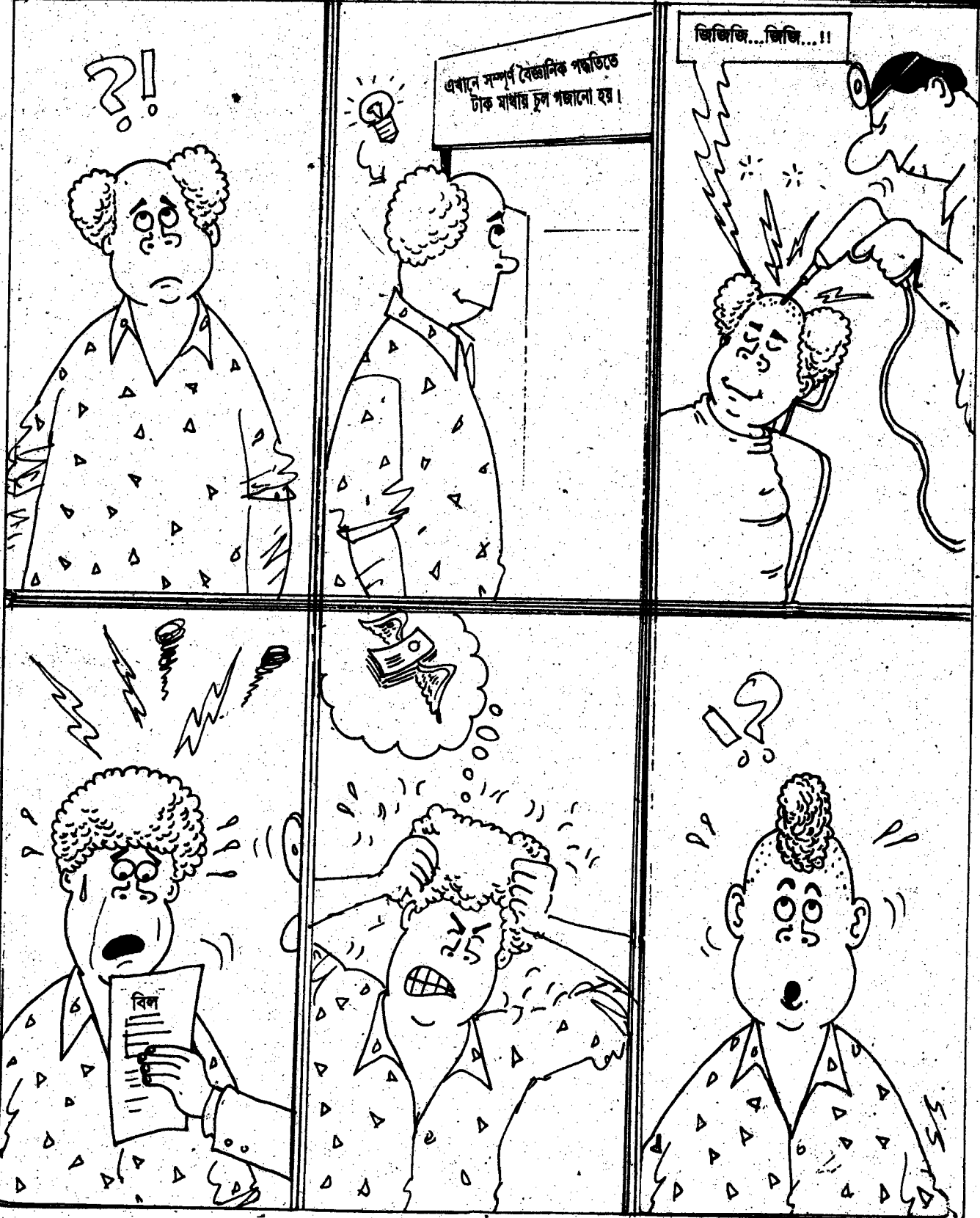
যাক বারা একবারে সুয়েরেজ
লাইন দিয়ে সোজা সমুদ্রে...

স্পট রিপোর্টিয়ে আইলাম
কচ্ছপটা গেল কই?

বস কেমন বেড়াইলেন?

পত্রিকায়তো লেখছে আপনি
ইহকালের মায়্যা ত্যাগ করছেন?

বারাগ লেখে নাই জানজা রাইখাই দিছে
খাঁচাড়া লয়া কোন মতে পলায়া আইছি!





উদ্ভাস

পাঠক ফো রা ম

ফারজানা

সৈয়দা সেলিমা আক্তার

(উপাধা - ১২)

তাহার নাম ফারজানা। দেখিতে অসম্ভব সুন্দরী। রূপচর্চার পাশাপাশি ফিগার মেইনটেইন করিবার যাবতীয় প্রচেষ্টা রাখে সে। এই সমস্ত করিতে গিয়া দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। পড়ালেখা শিক্কে গুঠে। দোষের মধ্যে এই গুলো ছাড়াও - দীর্ঘ সময় বাথরুমে কাটাইবার বাতিক আছে।

তাৎ ফাং করিতে করিতে কোনো প্রকারে সে গ্রাম হইতে এস এস সি পাশ করিলো ঠিকই। এইচ এস সিতে গিয়া ধরা খাইলো! শহরের কলেজে এডমিশন হইলেও টুকলিফাই করিয়া লিখিবার সুযোগ যে নাই!

পাড়ার উঠতি ছেলে পিলেদের ফারজানার প্রেমে একবারে পাগল। গৃহ শিক্ষক বেচারাও একই দশা! এই সব সে বেশ উপভোগ করিতে। রীতিমতো প্রেম ভাইরাসে আক্রান্ত বলা চলে। দিনে দিনে তাহার প্রেমিকের লিস্টিও দীর্ঘ হইতে থাকে।



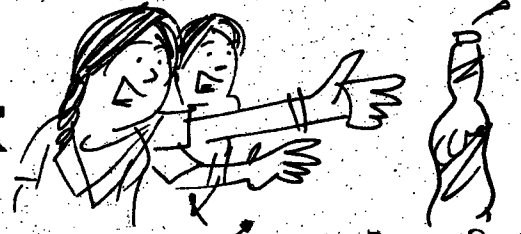
মোলায়েম স্বরে কথা বলা কন্যাটিকে তাহার মাতা বকিতে চাহিয়াও বকিতে পারেন না। ভাবেন উহার পিতার বিদেশ হইতে ফিরিবার সময় হইয়াছে। আসিলে সবিস্তরে জানাইবেন। যথাসময়ে ফারজানার পিতার আবির্ভাব ঘটিলো। তিনি দেখিলেন তাহার কন্যা রত্নটির লেখা-পড়ার একদম মন নাই অতএব তিনি বিবাহ দেওয়া উত্তম বলিয়া ধার্য করিলেন বিবাহ ঠিকও হইয়া গেলো।

খবর শুনিয়া তাহার তাবৎ প্রেমিক-কুলের পাগলামির রিলে রেস আরম্ভ হইয়া যায়। একজন অনিয়াছি, সকল বন্ধুদের প্রতিজ্ঞা করািয়াছে বিবাহ সম্পূর্ণ ব্যয়কট করিবার জন্য। অন্যজন অনিলাম - স্ব শরীরে পাত্র পক্ষের বাড়ি গিয়া জানাইছে - ফারজানা উহাকে ভালোবাসে।

এই সমস্ত নাটক কোনো কাজেই আসিলো না। বিবি সাহেবার যে অন্যত্র মত আছে! বিবাহের দিন তাহাকে অবিকল শাহজাদা সেলিমের প্রায়সী মেহেরুনুসার মত অপূর্ব সুন্দরী লাগিয়াছিলো বটে, কত শতজনের হৃদয় যে বিদীর্ণ করিয়াছিলো তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ০০

রিয়্যাল লাইফ জোক?

সন্দীপ্তা (উপাধা - ৩০০১)



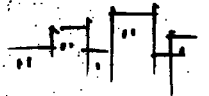
আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের সব কয়টা বান্দর দি ছোট। ক্লাশ সেভেনে থাকতে টিফিন পিরিয়ডে একবার সবার কোক খাওয়ার ইচ্ছা জাগল। কিন্তু কারও কাছে পয়সা নেই। দেখলাম পাশের সেকশনের একটা মেয়ের হাতে ভরা ভারজিন এর বোতল। আমাদের আর পায় কে। মেয়েটা বারান্দার কোনায় ওর টিফিনটা আর ভারজিনটা রেখে গেল তার বন্ধুদের ডাকতে।, এমন সময় আমাদের সার্কেলের একটা ফ্রেন্ড এসে বলল 'এই নে কোক খা'

- কোথায় গেলি? জিজ্ঞেস করার কারণ আমরা জানতাম না যে মেয়েটা তার ভারজিনটা রেখে গেছে। ফ্রেন্ডটা বলল "আরে খা পেয়েছিস যখন খেয়ে নে" যাই হোক আটজন মিলে ভারজিনটা শেষ করলে দুই মিনিটও লাগল না।

কিছুক্ষন পর ভারজিনের মালিক। এসে বলল 'আচ্ছা এখানে একটা ভারজিন কোলা ছিল তোমরা কি জান কোথায়?' তখনতো আমাদের মত ভাল মানুষ আর কেউ নেই বললাম, "না তো ছিল নাকি?" ও চলে যাওয়ার পর আমাদের ফ্রেন্ডটা বলল "অসিলে আমরা এতক্ষন যেটা খেলাম সেটা ওর ছিল না" আমরা ওর কথা শুনে হা।

০০

গ্রিসে পাঠামু



রুবেল কান্তি নাথ (উপাধা - ৫৫৩)

মামু, পাঁচ লাখ ট্যাকা দে-

তোরে গ্রিসে পাঠামু।

তুই মইরা পড়ে থাক,

তোর চৌদ্দ গুটি নিপাত যাক।

আমি মহা খায়েশে।

বইসা বইসা বঙ্গ দেশে -

তোর ট্যাকা খামু।

মামু, পাঁচ লাখ ট্যাকা দে

তুই ভিসা গ্রিসের বে।

উচু করে শার্টির কলার

কামাবিরে পাউন্ড আর ডলার

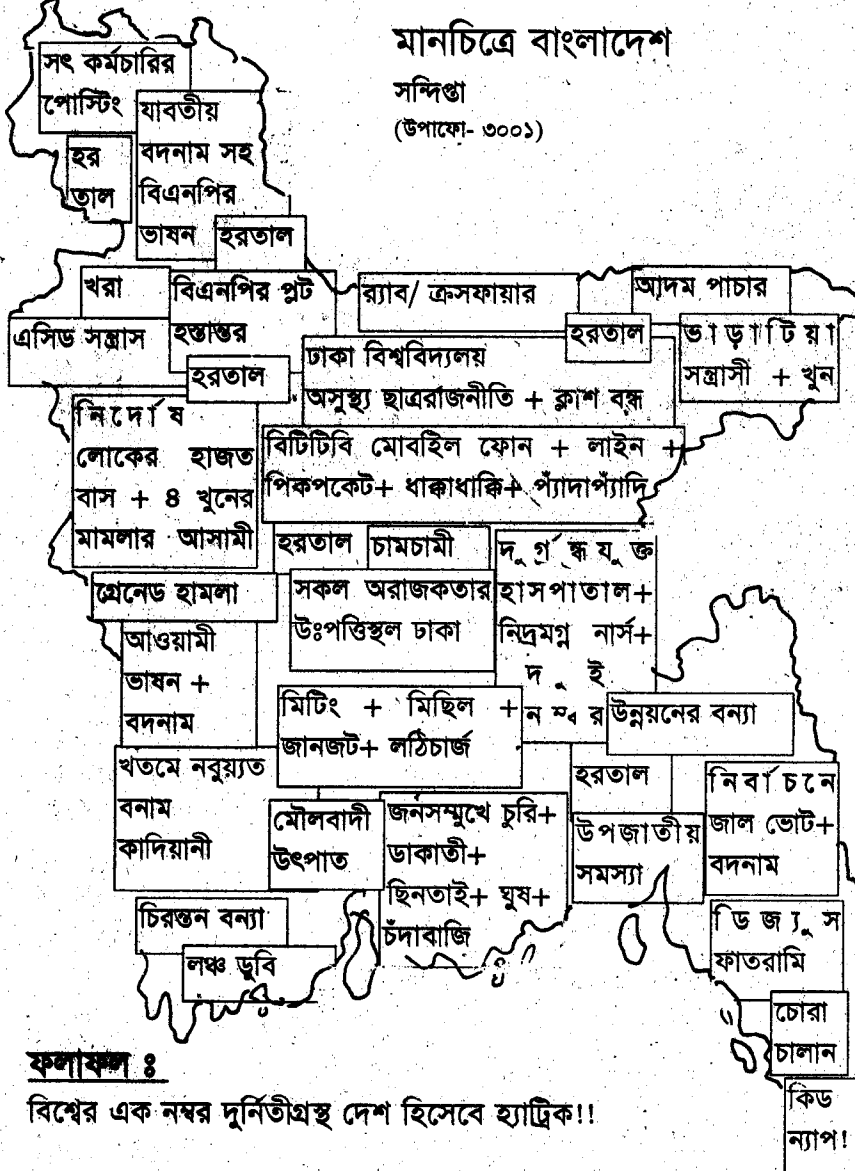
এয়াই চিন্তা কিসের হে!!



মানচিত্রে বাংলাদেশ

সন্দিগ্ধা

(উপাফো- ৩০০১)

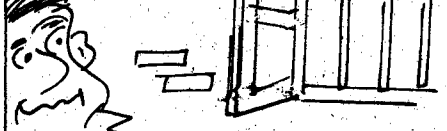


ফলাফল :

বিশ্বের এক নম্বর দুর্নিতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে হ্যাট্রিক!!

আমার একটা জানাল ছিল!

আলীবাবা



আমি এই জিলোসুমা নগরীতে আর পাঁচ দশট সাধারণ মানুষের মত বসবাস করছি। এই বায়ান্ন বাজার আর তিগ্গান গিরি মেশা সিটিতে দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী না হয় পরের জন্যই রেখে দিলাম (উদ্ভাসের দুর্দিনে লাগবে বটে!! যদি কমিক আইটেম প্রয়োজন হয় তাহলে) তো এবার ভনিতা রেখে আসল কথায় আসি, আমি এভিন্দিক ঢাকা -১০ এ থাকি। আমার বাসটি এমন জায়গাতেই যার একদিকে আতেল পাড়া, অন্যদিকে ঠোলা গোড়াউন আর সামনে ঢাকার পাকনা বালিকাদের পাঠশালা...এবার আপনার বুকে নিন। আমি পেশায় একটি খ্যাতিমান বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ঢাকায় থাকি আমার খালার বাসায়, তো সেখানে আমার নিজের একটা কাম আছে। যাকে বোধ হয় বর্তমানে হিট চেয়ার বলে ডুল হবে না। কুমটিতে একটি স্পেশাল জানালা ছিল যা আর এ এপার্টমেন্টের আর কোন ফ্ল্যাটে ছিল না। আর এর শানে নয়ল হল আমার বুকে কমন জানালার পাশাপাশি যে স্পেশাল জানালা ছিল তা আসলে পূর্বে ব্যবহৃত এসির ঘাট পরে যা শাটার জানাল হয়ে গিয়েছিল। চরিত্রে কোন লুইস গিরি ফ্লেচার না থাকলেও এমনটা যে কেন হয়েছিল তা জানার পর আমি আমাকে দুনিয়ার সেরা কাটা কপাইল্টাহ মনে করা শুরু করলাম। এই জানালা দিয়ে দেহের প্রায় অর্ধেক বাহিরে নেওয়া যেত এবং এতে বিত্ত্ব বায়ু !! ও প্রাকৃতিক পরিবেশ (???) তাছাড়া টুকটাক আশে পাশের বিত্ত্ব এর সুন্দরীদের সাথে হালকা পাতলা টাংকি মারা উপভোগ করার জন্য বেশ কার্যকরী (যা এই লেখার আসল কারণ) একদিন সকালে নিত্যদিনের মত আমি ভাসিটি চলে গেলাম। বলাই বাহুল্য যে সেদিন এপার্টমেন্টের সংস্কারের কাজ চলছিল আর পাশাপাশি কোন ফ্ল্যাটের এসির জন্য দেয়ালে কাটা বা কাটা না থাকলে তা একবারে প্রাস্টার করে বন্ধ করে দেওয়ার কাজও চলছিল। জানি না কি দোষে রাতে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে আমি ক্রমে ঢুকে আমার জানালাটিকে দেখতে পেলাম না। ভালো করে চোখ কচলে দেখলাম যে আমার সেই স্পেশাল জানালার রিটার্নমেন্ট হয়ে গেছে।...সর্বনাশ হয় হয় !! একি হল? পরে বাসায় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে আমার এই জানালাটিও নাকি এসির ঘাট হিসেবে মিল্লিরা প্রাস্টার করে দিয়েছে। আহ...কি দুঃখ...রে। এখন থেকে আর বিত্ত্ব হাওয়া বাতাস কি বাওয়া যাবে না? পরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রাস্টার করা সাবক জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গাইতে থাকি...

“আমার একটা জানাল ছিল জানলো নাতো কেউ, এই খানে একখান জানালা ছিল জানলো নাতো কেউ ও তার লক ছিল না, ক্লিপ ছিল না দেখতো না মোরে কেউ আমার একটা জানালা ছিল জানলো নাতো কেউ...”

এভাবেই আমার সাধের জানালার জীবনাবসান...তার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল আমার আগের নিত্যদিনের জানালা সংক্রান্ত কাহানি। আর আমি হয়ে গেলাম সেন্ট্রাল জেলের হিচকে আসামীর মত। এখন ক্রমের এ জানালার অংশটির দিকে তাকানো মানেই অতীতের স্মৃতিচারণ আর তা জাবর কেটে সময় পার করা। অতীতের সেই স্মৃতিতে ধরে রাখতে আমি প্রাস্টার করা অংশে একটা “সার্কিট” একে রেখেছি যেমনটা করেছিল দেবদাস মদের বোতল নিয়ে পার্ভীকে ভুলতে চেয়ে ঠিক তেমনি আমি রয়েছি এ প্রাস্টার করা জায়গাতে সার্কিট ডায়গ্রাম একে অতীতের সব স্মৃতি একেবারে মসল্লা মিকতার মতো সব এক করে দিয়েছি আর পত্তাছি হারিয়ে যাওয়ার সেই হাফাকারে। ০০

উপাফো সদস্য ফরম



নামঃ.....

অবিভাবকের নামঃ.....

(মামুর নাম হলে ভাল হয়).....

ঠিকানাঃ.....

প্রতিষ্ঠান/জেলা/উপজেলাঃ.....

ফোনঃ..... ই-মেইলঃ.....

পেশাঃ..... বয়সঃ.....

*ফটো কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি
কোনক্রমেই গ্রহনযোগ্য নয়।

*স্ট্যাম্প সাইজ ছবি পাঠাতে হবে।

স্বাক্ষরঃ.....

তারিখঃ.....

ডাঃ লাইনবরার কেটে পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানা
উদ্ভাস, ১/৩ ই' ব্লক লালমাটিয়া (ভিন ভলা), ঢাকা।

আজব জাতির কবলে...

অনিক খান



দেশের বাইরে যে এই প্রথম এসেছি, ব্যাপারটা তেমন নয়। বিদেশ ঘুরে বেড়াতে যে আমার মন্দ লাগে, ব্যাপারটা তেমনও নয়। সমস্যাও হতো না যদি ওই ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটাই উদ্দেশ্য হতো। মহাখালী ফ্লাইওভার পেড়িয়ে জিয়া বিমান বন্দরে ছটোপুটি করে বোর্ডিং পাস নিয়ে উড়োজাহাজে চড়ে বসা, তারপর গন্তব্যে পৌঁছে- “হুম্ জায়গাটা মন্দ না” কিসিমের একটা ভাব নিয়ে হোটেলে পদার্পন। এরপরে আর কত? দু চার দশ দিন পর আবার ঢাকার জ্যামে বসে ট্রাফিক পুলিশের চৌদ্দ দুগুনে বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার। আর এর মাঝখানের সময়টুকুতে তাবিজের মত গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে আর মোবাইল ফোনের কেসিং-এর মত মাথায় রং বেরংয়ের ক্যাপ বসিয়ে আইফেল টাওয়ারে ওঠার সময় নিজেকে অত্যাধুনিক টারজান ভাবতে কিংবা এয়ার কন্ডিশনড গাড়িতে বসে সাহারা’র মাঝ দিয়ে হু হু করে গড়িয়ে চলার সময় নিজেকে ত-ত্যাধুনিক বেদুইন ভাবতে খারাপ লাগেনি কখনও। কিন্তু এবারে ঘটনা অন্যখানে প্যাঁচ খেয়েছে। এই দক্ষিণ গোলার্ধে এসে এই নাবালক পড়েছে দেড় বছরের লম্বা কঠিন এক গোলক ধাঁধায়। এখানে ইংলিশ চ্যানেলের ওপর ঘোমটা ওড়ানো হাওয়া আর গা ভেজানো পানির ঝাপটা মেখে সাদা কালো ইউনিফর্ম পড়া কোন ফরাসী নীল নয়না এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে জানতে চায় না- “চা, কফি নাকি কোল্ড ড্রিংক? সঙ্গে কি কুকিজ চলবে?” বরং অবস্থা পুরোপুরি উল্টো। কাজে যাবার আগে রুম মেট বলে যায় আজও যদি আমি ভাত রন্ধে না রাখি তাহলে যেন অন্য পার্টি দেখি, তার এখানে থাকার জন্য নাকি অনেক ছেলেপুলে হা করে বসে আছে!

না, আমি ঠিক পুরুষ বুয়ার চাকরি নিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী বাহান্তর খাল পাড়ি দিয়ে এই অস্ট্রেলিয়ার আসিনি। এসেছি ডিজাইন লাইনে ডাকসাইটে এক ইউনিভার্সিটিতে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে। আমার রুমমেটও মোটেও

এমন এরশা... দুঃখিত হিটলার সুলভ আচরণ করে না আমার সাথে। বরং তার ভাব দেখে মনে হয় আমি তার অতিথি! আসলে এই দেশের সবকিছুই অসহ্য অসহ্য ও হাস্যকর লাগছে বলে হয়ত ভালো ভালো ব্যাপারগুলোতেও মন বিবিয়ে উঠছে সহজে। এদের অসহ্য ও হাস্যকর লাগার বিষয়ে আমাকে দোষ দেওয়া যাবে না এক বিন্দু। এখানে আমার পরিচিত একজনের বাসায় চুরি হবার পরে, দেশী স্টাইলে বাড়ির দেওয়ালে কাঁটাতারের বেড়া বা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা লাগাতে চেয়েছিল। তার আইনবিদ প্রতিবেশী তাকে সেটা না করার পরামর্শ দিয়েছেন। ক্লরণ চুরি করতে এসে চোর যদি আহত হয় তবে সে চাইলে বাড়িঅলার নামে নাকি মামলা ঠুকে দিতে পারে! তারপর রাফি জীবন মহামান্য তক্ষর মহোদয়ের ভরন পোষনের জোগান দিতে দিতে তরুন বাড়িঅলার ছেলেপুলেও বুড়ো হয়ে যেতে পারে। এরচেয়ে টিভি-ডিভিডি যায় যাক, রক্ত পানি করা কামাই দিয়ে চোরকে আজীবন বিয়ার খাইয়ে কাজ নেই।

এদের সবকিছুই ‘অস্বাভাবিক’। আমরা যেমন হন হন করে হাটি, এরা হাটে বন বন করে, কারণ সব সময়েই পকেটে থাকে এক গাদা কয়েন। দশ ডলার দিয়ে একটা কিছু কিনে বিশ ডলারের নোট দিলে দোকানি আপষে একটা দশ ডলারের নোট ফেরৎ দিলেই পারে, তা না দিবে দুইটা দুই ডলার, একটা এক ডলার, দুইটা পঞ্চাশ সেন্ট আর বাকিগুলো বিশ, দশ আর পাচ সেন্ট মিলিয়ে। সবগুলোই কয়েনে। এ কারনেই বোধহয় অস্ট্রেলিয়ায় গরু বেশী উৎপাদন হয়। গরুর চামড়ায় বানানো বেস্ট না থাকলে কয়েনের ওজনেই সবগুলোর প্যান্ট খুলে পড়ে যেত দু’কদম হেটে যেতে তিন বার। তারপরেও, ঢাকায় দেখেছি ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে বাচ্চা স্কুল বালক শার্ট, প্যান্ট, মানি ব্যাগ আর কাঁধের ব্যাগের পকেট হাতড়ে খুঁচড়া পয়সা বের করে দিচ্ছে। আর এখানে- কোন হোমলেস খুঁচরা পয়সা চাইলে স্যুট বুট পরা কেউ পকেট থেকে পাঁচ সেন্ট দিচ্ছে এমন দৃশ্য আমি

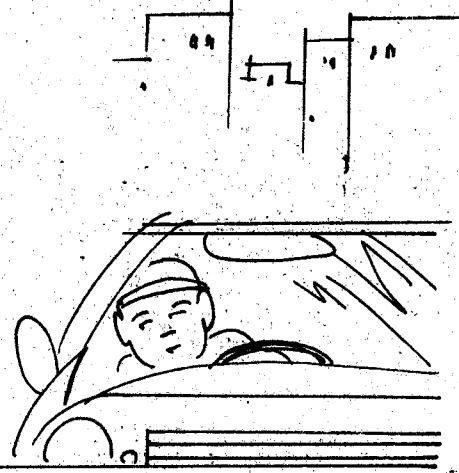
সচক্ষে চাক্ষুস করিনি এখনও।

তবে এদের কিপটা ভাবলে ভুল হবে। প্রায় সবারই নিজের গাড়ি আর রাস্তায় দারুন দারুন সব বাস চললেও এরা কোটি কোটি ডলার খরচ করে সিডনী শহর কেচিয়ে মোরব্বা বানিয়ে ফেলেছে ট্রেন লাইন আর ট্রেন স্টেশন করে। একটু পর পরই ট্রেন ছাড়ছে। প্রতি মহল্লা, উপ-মহল্লায় স্টেশন তো আছেই। আমার বাসার পাশেই ট্রেন লাইন। একদিন আমার কি কারনে যেন হিক্কা উঠেছিল, সেদিন হিসাব করেছি- প্রতি আড়াই হিক্কা পর পর একটা করে ট্রেন যাচ্ছে। আমি যে শুধু দূর থেকেই ট্রেনের শব্দ শুনি আর হিক্কা দিয়ে তাদের যাত্রা হিসাব করি তা না, প্রতিদিন মোট নব্বই মিনিট এতে চড়েই আমাকে ইউনিভার্সিটি যেতে ও আসতে হয়। আসলে এই হচ্ছে আমার কপাল, দেশে মানুষ ট্রেনে করে ফিশ ক্রাটলেট আর বোম্বে টোস্ট খেতে খেতে নানা বাড়ি, দাদা বাড়ি যায় আর আমি যাই ইউনিভার্সিটিতে।

মানুষের কত রকম স্বপ্ন থাকে। হায়! সমস্ত স্কুল ও কলেজ জীবনে আমার একটাই স্বপ্ন ছিল- ছোট খাটো সুন্দর নাম ও বিশাল সবুজ মাথা একটা ক্যাম্পাসের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। যেমন জাহাঙ্গীর নগর। কিন্তু কপালে নাই যি, ঠকঠকইয়া হবে কি? এ-লেভেল শেষ করে ভর্তি হলাম- তিন বেড, ড্রয়িং ডাইনিং আর এটাচড বাথঅলা ছয়তলা বিল্ডিংএ। ক্যাম্পাস যত ছোট, নাম ঠিক তত বড়- শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনলজি। (এখন অবশ্য আমাদের এসএমইউসিটি অনেক বড়, অনেকগুলো ক্যাম্পাস)। ভাবলাম অস্ট্রেলিয়ায় গেলে নিশ্চয়ই কপাল খুলবে। কিসের কি? এখানেও সেই মুখ ভরা নাম আর দেওয়াল ভরা ক্যাম্পাস। বিলি ব্লু স্কুল অফ গ্রাফিক আর্টস। অভিজাত এলাকা নর্থ সিডনী'র এক ক্লাই স্ক্র্যাপারের চারটি ফ্লোর মিলে তার অবস্থান। আসলে ঈশ্বর খেলেন তার নিজের নিয়মে। চোদ্দ বছরের স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়া ঢাকা শহরের সেই আবাসিক ভবনের ইউনিভার্সিটিই এখন আমার অস্তিত্বের অংশ। অস্ট্রেলিয়ার অতি আধুনিক এই ইন্সটিটিউটে এসেও মন আকুপাকু করে সেই ঢাকার ক্যাম্পাসের জন্য। সেই শিক্ষক সুলভ বন্ধুদের জন্য আর বন্ধু সুলভ শিক্ষকদের জন্য। এখানে দাদন মামা'র চিনি ছাড়া দুধ কম অনিক স্পেশাল চা নেই। ওখানে ছিল।

এখনও সকাল বেলা বাসা থেকে বেড়িয়ে রাস্তায় নেমেই “এই খালি যাইবেন?” বলার জন্য বুকটা হু হু করে ওঠে, কিন্তু কোন হাড় জিরজিরে রোদ পোড়া মুখ সামনে এসে বলে না- “লন্ উঠেন”। এখানে রিফ্রা নেই। চওড়া কাঁধ রাগী চেহারার আরব কিংবা থাবড়া নাক কুতকুতে চোখ চাইনিজ বা চিকন গৌঁফের ভারতীয় ড্রাইভারের ট্যাক্সি আছে। কিন্তু এতে উঠলেই সর্বনাশ। ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে কোথায় যাব বুঝিয়ে বলতে বলতেই মিটারে পাঁচ ডলার। আর এইসব ট্যাক্সিতে

উঠলেই নিজেকে যেন কেমন তারকা তারকা মনে হয়। না, ট্যাক্সি ড্রাইভার অটোগ্রাফ চেয়ে খাতা বাড়িয়ে দেয় না, তবে প্রতিটি ট্যাক্সিতেই রয়েছে ভিডিও ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন। ট্যাক্সিতে আপনার পুরো সময়টুকু রেকর্ড হয়ে চলে যাচ্ছে



আর্কাইভে। শুধু কি ট্যাক্সি? রেল স্টেশন, মার্কেট, দোকান পাট, বাড়ি ঘর, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সবখানেই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। এই তিন মাসে সিডনী'র আর্কাইভে আমার যত ছবি জমেছে, এফ ডি সি'র আর্কাইভ খুঁজে ইলিয়াস কাঞ্চনেরও এত ছবি পাওয়া যাবে না! তবে ট্যাক্সির মন্ত সুবিধা হচ্ছে রাস্তায় নেমে এদের খুঁজতে হয়না, গন্তব্য যত কাছেই বা দূরেই হোক, অযথা ক্যাচাল করতে হয় না। ফোন করলেই ওরা ছুটে আসে।

শুধু ট্যাক্সি কেন? এখানে ফোন নম্বর টিপেই সবকিছু অর্ডার করা যায়। এগুলোকে বলে হট লাইন। রেডিওতে কোন গান শুনতে ইচ্ছে করছে? ফোন করে রিকোয়েস্ট করুন, বাজিয়ে দেবে। টিভিতে কোন অনুষ্ঠান ভালো লেগেছে? ফোন করে ক্রেডিট কার্ড নাম্বার দিয়ে দিন পুরো অনুষ্ঠানের ডিভিডি এসে যাবে। পত্রিকায় সোফা, ফ্রিজ, ক্যামেরা, গাড়ি, কম্পিউটার এমন কি স্পিড বোটের বিজ্ঞাপন পছন্দ হয়েছে? একটা কল করলেই চল চল চল গান গাইতে গাইতে একদম বাসায় এসে ডেলিভারী দিয়ে যাবে। রাতে রান্না করতে আলসেমী লাগছে? পিৎজা ডেলিভারিরও হট লাইন আছে। হট লাইনের শেষ নেই। এমনকি কোন হটলাইনের নাম্বার যদি মনে না থাকে, সেসবের নাম্বার পাবার জন্যও হটলাইন আছে। সেরকম হট লাইনের একটি গল্লিফট করে আপনাদের শুনিয়ে দেই।

এইতে সেদিন সিডনী মেলায় উন্মাদ স্টলের জন্য ডি.এইচ.এল. মারফত ঢাকা থেকে কিছু বই আসার কথা। ডি.এইচ.এল.-এ সাধারণ পোস্টের চেয়ে প্রায় চার গুন খরচ। তবুও খরচ করা কারণ হাতে সময় একদম অল্প। এদিকে মেলার দিন চলে আসে তবুও ডি.এইচ.এল. ডেলিভারীর দেখা নেই। আমাদের তো টেনশনে মাথা নষ্ট। শেষমেশ বন্ধু অপূর্ব বলল ওদের হট লাইনে ফোন করে দেখতে। কিন্তু আমার কাছে তো

ওদের নাম্বার নেই। অপূর্ব হতাশ হয়ে কয়েকবার মাথা ঝাকিয়ে বলল- এটা অস্ট্রেলিয়া মাই ফ্রেন্ড, এখানে নেই বলে কিছু নেই। তারপর সে হট লাইন খোঁজার একটি হট লাইনে ডায়াল করে আমাদের রিসিভার দিয়ে চলে গেল। খানিকক্ষণ পর একটি পূর্বে রেকর্ডকৃত মিস্টি কন্ঠ একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করল- আপনার কলটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, লাইন ফ্রি হলেই আপনাকে সংযোগ দেওয়া হবে। প্রায় আধা ঘন্টা আমিও খুব গুরুত্ব সহকারে রিসিভার ধরে রইলাম। ওইদিকে কেউ নেই, আমিও চুপ। এমন বোবা হয়ে তিরিশ মিনিট ফোন ধরে রাখা আমার জন্য সত্যিই নতুন একটি অনুভূতি! অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ হলো।

হাই! আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি

আমার একটি হট লাইন নাম্বার প্রয়োজন

নিশ্চই স্যার। কার নাম্বার জানতে চান?

সিডনী'র ডি.এইচ.এল.-এর।

কার?

ডি.এইচ.এল.

উমমম... দয়া করে নামটা কি একটু বানান করে বলবেন?

আমি আকাশ থেকে ধূপ ধূপ করে দুইবার পড়লাম। প্রথমবার

এই মনে করে যে এই হট লাইনের চাকরী করেও সে হট

কোম্পানী ডি.এইচ.এল. চেনে না। পরের বার পড়লাম এই ভেবে

যে আমাকে এখন ডি.এইচ.এল. বানান করতে হবে!

ইয়ে মানে ডি.এইচ.এল.-এর বানান হলো গিয়ে ডি... এইচ...

এল...

ওকে! ডি ফর ডগ, এইচ ফর হাউজ, এন ফর নেলী?



নো.নো ডি.এইচ.এল...

ওহ্ সরি স্যার। ডি ফর ডগ, এইচ ফর হাউজ, এম ফর মাদার?

নোওওও... ডি.এইচ.এল. এল ফর... এল ফর...

ইতিমধ্যে আমার মেজাজ ঝিঁঝিঁ গেলো। তার ওপর আবার হঠাৎ

খেলান করলাম আমার সমস্ত শব্দ ভাঙারে 'এল' দিয়ে কোন ইংরেজী শব্দ নেই। এমনিতে পরের দিন মেলা, আজকের ভেতর বই হাতে না পৌছালে উন্মাদের স্টল হবে না তারপর আবার এই মুখ নারী আন্তর্জাতিক সার্ভিস ডি.এইচ.এল. চিনছে না, কাজেই মেজাজ তখন তিরিক্ষে, তবু কিছুক্ষণ ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে বললাম

এল ফর লাউ

ইয়েস স্যার?

আমি ততক্ষণে ইংরেজীতে ক্ষান্ত দিয়েছি

আরে লাউ, লাউ... কদু!

ক্যান ইউ রিপিট ইউ প্রিজ?

সিওর! হোয়াই নট? এল ফর লাউ। নট পাপাইয়া, নট বাগি, বাট কদু

আই ডোন্ট গোট ইউ স্যার, আপনি কি বলতে পারেন এটা কি ধরনের প্রতিষ্ঠান?

আরে ছাতা...

ইয়েস স্যার?

ছাতা, ছাতা, আশ্বেলা!!!

ইউ ফর আশ্বেলা?

আমারে ছাইড়া দে বইন, ফরগিভ মি সিস্টার। আই ডোন্ট নিড দ্যা নাম্বার অফ দ্যা কুরিয়ার সার্ভিস...

ওকে... কুরিয়ার সার্ভিস?

আমি যেন আদিগন্ত সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে টাইটানিক খুঁজে পেলাম

ইয়েস ইয়েস ডি.এইচ.এল. কুরিয়ার... পোস্টাল সার্ভিস, লাইক

সুন্দরবন কুরিয়ার ইন মিরপুর দশ নম্বর গোল চক্কর?

আই এম নট শিওর স্যার, বাট ডু ইউ মিন ডি.এইচ.এল. এক্সপ্রেস?

ওহ্ সুইট লর্ড! ইয়েস আই মিন ডি.এইচ.এল. এক্সপ্রেস!

নো ওয়ারিজ স্যার, আপনি কি ওদের নাম্বার চান? নাকি ওদের সাথে আপনাকে ডাইরেক্ট লাইন কানেক্ট করে দেব?

তুই মানুষ না রে... তুই ফেরেশতা!

ইয়েস স্যার?

নাথিং ডিয়ার, প্রিজ গিভ মি কানেকশন।

ইন এ মিনিট স্যার...

বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে আমার রাগ পড়ে গেল। আমি মুগ্ধ। নাম্বার না টিপেই পৌছে গেলাম ডি.এইচ.এল.-

এর হট লাইনে। তবে মুগ্ধতা পুরোপুরি উপভোগ করা

আগেই ফোনের ও প্রান্ত থেকে শুনতে পেলাম

ডি.এইচ.এল. এর হট লাইনে স্বাগতম। আপনার কলটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন,

লাইন ফ্রি হলেই...

আমি ফোন ক্রেডেলে নামিয়ে রেখে একটি দীর্ঘক্ষণ চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। পাশের রুম থেকে অপূর্ব জানতে চাইল ডি.এইচ.এল. কি বলল? আমি বললাম- ঘন্টা খানেকের ভেতরই ডেলিভারী চলে আসবে। অপূর্ব আবার বলল- হাহ! বলছিলাম না

হেঃ থ্যাঙ্কস্” জাতীয় শব্দ করে কোনমতে পালিয়ে বাচলাম। এদের বিশ্বাস নেই। চেহারা না, কপাল ভালো বলেই প্রশংসার ওপর দিয়ে পার পেয়েছি, দু চার দশ ঘা বসিয়ে দিলেও আমাকে বাচানোর কেউ ছিল না আসে পাশে। তাও কপাল ভালো যে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয় ইউনিভার্সিটিতে বন্ধ ঘরে, ক্লাসে নতুবা ল্যাবে।

প্রথম দিন ক্লাসে এক অস্ট্রেলিয়ান মেয়ের সাথে পরিচয় হলো। খুবই ভালো মেয়ে। অমায়িক। রূপসী। আমাকে দেখে সেই নিজ থেকে এসে আলাপ জমালো। এতে আমার জানি ভালো লাগার কথা কিন্তু ওই মুহূর্তে মন খুবই বিক্ষিপ্ত। ক্লাস রুমের ভেতর তাকাতে পারছিলাম না। তাকালেই মনে হচ্ছিল এখানে রণিত স্যার হুংকার দিয়ে বলবে না- ‘চুল! এইসব কি করছ?’ কিংবা শাহীন স্যার সহ্যের চরমে পৌছেও মাথা নেড়ে বলবে না- ‘নাহ্ অনিক, আর কত ফাকি দিবা?’ মাথায় কেবল ঘুরছে- এইটা কই আইলাম? ক্যান আইলাম?

যাই হোক সে মেয়ে এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল- ‘তুমি কি নতুন এসেছ?’ আমার মাথায় চিড়ি বিড়ি করে রক্ত উঠে

গেল। এমনিতে আমি সরাসরি সেকেন্ড সেমিস্টারে ভর্তি হয়েছি, তারপর আবার দুই সপ্তাহ পরে এসে জয়েন করেছি অর্থ্যাৎ আমাকে ছাড়াই তারা ইতিমধ্যে প্রায় সাত মাস ক্লাস করেছে। মনে মনে বললাম- আমারে আগে কোনদিন দেখছস? মুখে বললাম- হ্যা, এই তো আজই প্রথম ক্লাস করব। তারপর সেই কথার খই ফুটিয়ে গেল। জানতে চাইল কোথা থেকে এসেছি, কবে এসেছি, নাম কি... আর তখনই ঘটল বিপত্তি। আমার নাম অনিক শুনেই সে বলল- “ওয়াও! আমার কুকুরের নাম ছিল অনিক্স। অনিক্স এক ধরনের কালো পাথর, খুব সুন্দর। আমার অনিক্স ও ছিল ফুটফুটে...” এটুকু বলেই তার চোখ হল হল করে উঠল, উচ্ছল মানুষটি উদাস হয়ে ছাদের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। বুঝলাম অনিক্স প্রয়াত এক মহা প্রাণ। পাশে দাড়ানো বান্ধবী, তার কাছে হাত রেখে শান্তনা দেবার চেষ্টা করল। গান গাইতে পারে না, পিয়ানো বাজাতে পারে না খালি সারাদিন ঘেউ ঘেউ করে এমন একটা প্রাণীর জন্য কারও মনে এত মায়া থাকতে পারে আমি কল্পনাও করিনি। আমার নিজের মনও খানিকটা বিষন্ন হয়ে গেল। ভাবলাম ওকে বলি- “আজ অনিক্স নেই তো কি হয়েছে? আমি তো আছি...” কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম। বলা তো যায় না, আমার কথায় আবেগী হয়ে এই মায়াবতী যদি প্রতিদিন আমার জন্য বিস্কুট নিয়ে আসা শুরু করে তাহলে বেইজ্জতি!

মানির মান আল্লাহ রাখেন, সে মেয়ে খানিকক্ষন একা থাকতে চায় বলে দুঃখ প্রকাশ করে ও পরে আবার কথা হবে জানিয়ে, নিজের ব্যাগে কিছু একটা (বোধহয় অনিক্সের ছবি বা চোখ মোছার রুমাল) খুঁজতে খুঁজতে বন বন করে হেটে চলে গেল। ০০



এইখানে এইসব কোন ব্যাপারই না?

এ তো গেল ঘরের গল্প। ঘরের বাইরেও নিস্তার নেই আমার। এই তো সেদিন সন্ধ্যার পর হেটে হেটে গ্র্যান্ডভিলের স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম। আমার গায়ে যথারীতি জিনস্ আর পাঞ্জাবী, ঠাটা বলে শাল মুড়িয়ে নিয়েছি। সেই সাথে বাংলার দুই গর্ব- সুপার মডেল বিবি রাসেল ও ব্যান্ড মিউজিসিয়ান মাকসুদের ফিউশন করে মাথায় একটা লাল-সবুজ চেকের গামছা বেঁধে নিয়ে আমি ভালো মানুষ আপন মনে হেটে যাচ্ছি, হঠাৎ পিঠের ওপর দুম্ এসে পড়ল এক রাম থাবড়া। আমি এক নাগাড়ে আল্লাহ খোদার নাম নিতে নিতে পিছনে ঘুরলাম। এক হাত ইতিমধ্যে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছি, এখানে একেবারে ছিনতাই যে হয় না ভা না। আর খুন খারাবীও এদের কাছে নতুন নয়। কিন্তু আমি এই বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে মরতে রাজি না মোটেই। না না দেশপ্রেম নয়, মরে গেলে এত টাকা দিয়ে কেনা আমার রিটার্ন টিকেটের অর্ধেক টাকাই জলে যাবে। কাজেই যা চায় আপষে দিয়ে দেব, প্রয়োজনে যদি পকেটের মালামাল তার পছন্দ না হয়, তবে নিজেই তাকে এ.টি.এম. মেশিনে নিয়ে যেয়ে তার হাতে কার্ড আর পিন নাম্বার দিয়ে দেব, ইচ্ছে মত টাকা তুলে নে বাবা, জানে মারিস না! এসব ভাবতে ভাবতে পেছনে তাকিয়ে আমি তো পুরো হতাশ। তাগড়া জোয়ান সাদা চামড়া'র হাইজ্যাকারের দল তো নয়ই, কেবল এক ধুরধুরে হোমলেস বুড়ি। আমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুড়ি প্রায় দাতশূণ্য মাড়ি বের করে হেসে বলল- ‘ইউ লুক গর্জিয়াস হানি!’ যার বাংলা তর্জমা করলে দাড়ায়- ও গো, তোমায় দারুন দেখাচ্ছে! আমি প্রশংসায় আপ্ত হতে পারলাম না। জলন্ত সিগারেট হাতে সেই প্রায় আশি বছর বয়েসী মাতাল বুড়ির দিকে তাকিয়ে একটা “হেঃ

সংমানুষের খোঁজে...

চারিদিকে হান্টিং শুরু হয়ে গেছে...কেউ গায়ক
খুঁজছে...কেউবা নায়ক খুঁজছে কেউবা...কিন্তু আসল জিনিষ
কেউ খুঁজছে না। আসল জিনিষটা কি? সেটা হচ্ছে 'সং
মানুষ'। সং মানুষ এখন আমাদের দেশে খুবই দরকার। আর
তাই উনাদ আয়োজন করেছে সং মানুষের খোঁজে...

কিন্তু বিচারকের
আসনেতো তিনজন
মহাবদ লোক বসিয়ে
রেখেছেন?

আরে ভাই সং কাউকেতো পেলাম না
তাই ঐ তিনজন দাগি আসামীকে
দিয়েই শুরু করলাম। স্পন্দরওলারা
আর দেরী করতে রাজি না... যা হোক
তাহলে শুরু হচ্ছে...প্রাথমিক
নির্বাচন...আসুন আপনারা সিরিয়ালি

ঐ অনুষ্ঠান শুরু করবি না কোপ
দিয়া কপ্পা নামায়া দিমু?

ঐ চামচায় কি কয়? ওর
ভুড়িডা আগে নামায়া দেই?

আপনি নিজেকে সং মনে
করেন কেন?

কারণ জীবনে মাত্র একটা
মিথ্যা কথা বলেছি

সেই মিথ্যা কথাটা কি?

আমি কখনো সত্য কথা বলি না

আপনি বাদ

আপনি নিজেকে সং মনে
করেন কেন?

কারণ আমি ঘুষ খাই না

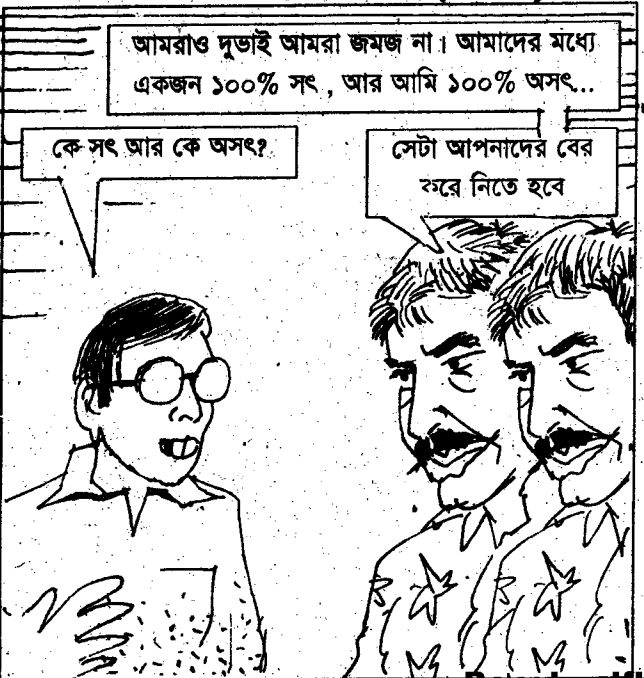
কত টাকা পর্যন্ত খান না?

১০০০ টাকার নিচে খাই না

আপনি বাদ

নেত্রট?





এখন বুঝতে পেরেছি কে সৎ
কে অসৎ কিন্তু প্রাসে মাইনাসে
আমিতো মাইনাস হয়ে গেলাম



আবার স্টুডিওতে ফিরে এলাম।

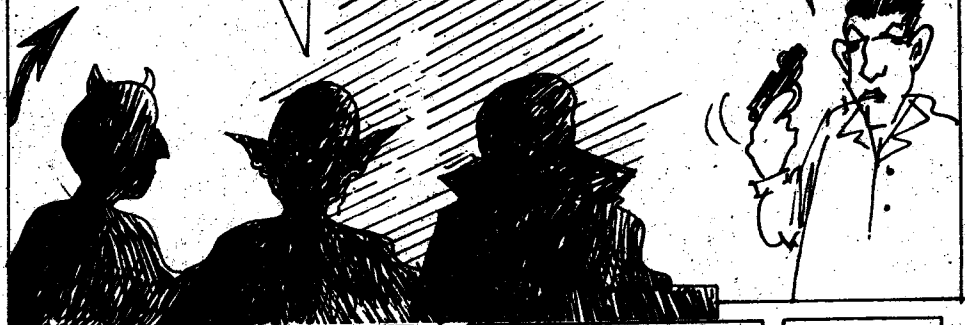
আপনি সৎ?

কিরকম?

আপনি বাদ!

আমি সত্যাসী, তবে সৎ

যেমন ধরেন সত্যাসী কইরা ট্যাকা
পয়সা যা কামাই সব সততার সাথে
ভাগবাটোয়ারা করি... ট্যাক্স দেই



মাননীয় বিচারক বৃন্দ আপনারা কোন কাজের
না একটা সৎ লোকও খুঁজে পেলেন না

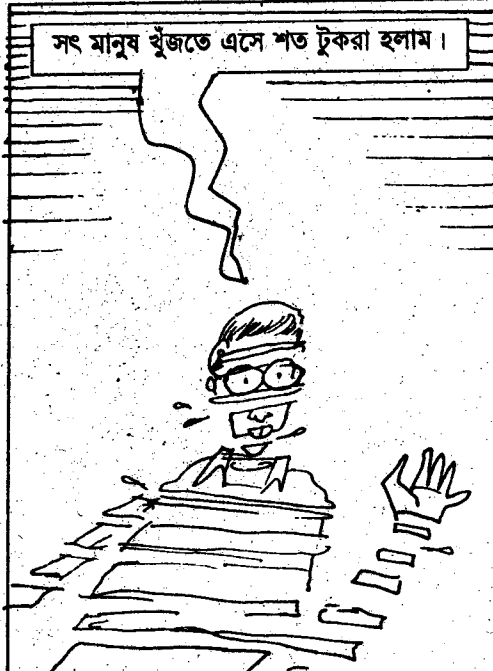
এ কি কইলি? শালারে
ক্রসফায়ারে ফালা!

আগে ফালা ফালা করি...
তারপর ক্রসফায়ারে ফেলায়

ওরে বাপরে!



সৎ মানুষ খুঁজতে এসে শত টুকরা হলো।



মাফ করবেন আমরা কোন
সৎ লোক খুঁজে পাইনি



তাহলে সৎ কে? কে সৎ? আসলে আপনিই
সেই ...কাজিত...মানুষ...হ্যাঁ আপনি যেই
হোন না কেন, ইতোমধ্যে সৎ না হয়ে থাকলে
চেষ্টা করুন সৎ হতে...মনে রাখবেন উন্মাদ
কিনতেও ২০ টাকা লাগে কিন্তু সৎ হতে কোন
পয়সাই লাগে না...



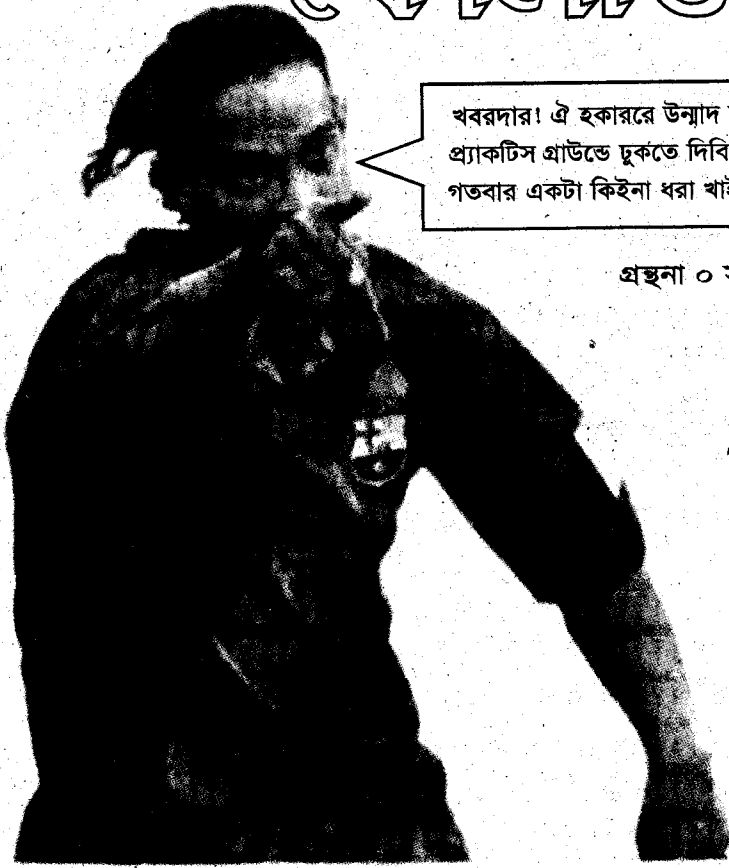
পর পর দুটো বিরল প্রজাতির কচ্ছপ কক্সবাজারে
উপস্থিত হয়েছে। এত ঘন ঘন কচ্ছপরা ডাঙ্গায় আসার
চেষ্ठा করছে কেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে যথারীতি
‘উন্মাদ গবেষণা সেল’ এর দারস্থ হতে হয়েছে।

ওর্যা কেন আসে বারে বারে?

ওয়হিদ ইবনে রেজা

- ❑ কচ্ছপ বাঁচে ১০০০ বছর। এখনো এদেশে প্রবীণদের মানুষ সন্মান করে সেই আশায় বোধহয় প্রবীণ কচ্ছপদের এই দেশে আসা।
- ❑ এদেশের মানুষ ইদানিং পশু সুলভ আচরণ শুরু করেছে। তাই হয়তো ভেবেছে এদেশে মানুষ আর মানুষ থাকবে না। তাই আর্গে থেকে বুকিং দিতে।
- ❑ এদেশে কোন পোস্ট অফিসে চাকরী পাওয়ার আশায়।
- ❑ এ দেশের খরগোশদের সঙ্গে পুনরায় সেই চিরন্তন রেস দিতে।
- ❑ ‘অ তে অজগর’ ‘ক তে কচ্ছপ’। বাংলা ভাষায় তার এই মূল্যায়নের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেচ্ছায় শুভেচ্ছা সফরে আসা।
- ❑ বাকি জীবন কক্সবাজারের সাফারি পার্কে কাটিয়ে দেয়ার মানসে আসা।
- ❑ সমুদ্রের লবনাক্ত পানিতে জীবন এক ঘেয়ে হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের বন্যার পানিতে এক ঘেয়েমি কাটাতে চলে এসেছে।
- ❑ এরা আসলে কার্টুনিষ্ট মানিক-রতনের ফ্যান! তাই অটোগ্রাফ নিতে মানিকজোড় এসে হাজির।
- ❑ এদেশের ওয়াসার পানিতে অনেক কিছু পাওয়া যায় বলে শুনেছে তারা। তাই সারজমিনে দেখতে এসেছে আর কি কি ফ্রি সুবিধা পাওয়া যায় এই বিখ্যাত পানিতে।
- ❑ এদেশে পানির দাম আর তেলের দাম এক সাথে বাড়ে। তাই হয়তো এই দেশে তেলে জলে মিশ খাবে, সেটা প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে এই দেশের সীমানায় প্রবেশ করা।
- ❑ এরা আসলে অসুস্থ। এ দেশে সব জায়গায় সরকার ‘ভ্যাট’ ধরে। আর ওরা ভুল করে ভেবেছে ‘ভেট’ এ দেশে বোধ হয় খুব সহজ প্রক্রিয়া তাই চিকিৎসা নিতে তাদের আসা।
- ❑ এ দেশে মুরগীর ডিমের সাথে কখনো কখনো চিট করে কচ্ছপের ডিম ফ্রেস্তাদের গছিয়ে দেয় বলে তার প্রতিবাদে তাদের আসা।
- ❑ উন্মাদে সর্ব শেষ আইডিয়া দিতে ... ?

কোলাজটুন



খবরদার! ঐ হকারে উন্মাদ নিয়া
প্র্যাকটিস থাউন্ডে ঢুকতে দিবি না।
গতবার একটা কিইনা ধরা খাইছি।

গ্রহুনা ০ সন্দীপ্তা

কোলাজটুন

কোলাজটুন

ব্যাপার কি? রাস্তায় তো একজন ট্রাফিক থাকে। আজকের রাস্তায় সিভিল ড্রেসে এত ট্রাফিক পুলিশ কেন?

ক্যান? ভুইলা গেছেন আজ না আপনার মিটিং!



এক চোখ দিয়ে
উন্মাদ পড়ে
দেখিতো হাসি
উঠে কিনা...



কোন শালায় যে শ্যাম্পেনের
বদলে স্যালাইন দিছে! কেউ
বোঝার আগে চামে খায়া ফালাই!



আচ্ছা বস আপনার মত প্লেয়ার
হইতে হইলে কি করতে হইব?

প্রথমে চুল ফালায়া দিবা, তারপর
দাঁতের ফাক বাড়াইবা...



ওস্তাদ, বাড়ি কি শুরু কইরা দিমু?



আরে খারাও মিয়া
আমরাতো মাত্র.
দুইজন! ওরাতো...
অনেক। যদি
খেইপা আমগো
দিকে...!

আপনেতো অনেক লম্বা! আচ্ছা কথাটা
কি ঠিক বেশি লম্বা হইলে নাকি বেন শর্ট
হয় কারণ উপরেতো আবার অক্সিজেনের
লেয়ার নাকি বেশ পাতলা?

কথাটা খারাপ কও নাইতো...ইদানিং
মাথাডা কেমন পাতলা পাতলা লাগে!



উন্মাদীয়া সমস্যা ও তার সমাধান!



প্রশ্ন

ফকিরাপুল, ঢাকা।

সমস্যাঃ আমার সমস্যা হচ্ছে কি জানেন? আমি উন্মাদ কিনি এবং পড়ে বেশ হাসি। এর কারণটা কি? সবাই অবাক হয়!

সমাধানঃ

বলেন কি??! এতো বিরাট সমস্যা! উন্মাদের ২৭ / ২৮ বছরের জীবনে এত বড় সমস্যার কথা কখনো শুনি নি। আপনি এক কাজ করুন ইমিডিয়েট বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট হেদায়েতউল্লাহ সাহেবকে দেখান। দেরী করবেন না। দেরী করলে সমস্যা আরো বাড়বে।

জাহিরুল ইসলাম

জিন্দাবাজার সিলেট

সমস্যাঃ

খিতা খইতাম আমিভো বিরাট সমস্যার মইধ্যে আছি এখটা খাক আমার জানালার কাছে ফেয়ারা গাছের ডালে বইসা খালি খা খা করে। খিতা খরি খনতো?

সমাধানঃ ঐ খাকরে ধইরা খোক দিয়া একটা খেক খাওয়াইয়া দেন। দেখবেন আর খা খা খরবে না।

মনিরা বেগম

দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

সমস্যাঃ

একটা দামী ছাতা কিনলাম। কিন্তু ঐ ছাতার ভিতর দিয়ে পানি পড়ে। বাইরে বৃষ্টি না থাকলেও বির বির করে পানি পড়ে। এখন ঐ উন্মাদীয়া ছাতাটা নিয়ে আমি কি করি? উন্মাদ অফিসে পাঠাব?

সমাধানঃ আপনার সমস্যা ধরতে পেরেছি। আপনি ছাতা কেনার সময় ছাতার লাইসেন্স, ব্লু বুক এসব নিশ্চয়ই করেন নি। তাই ঐ অবস্থা। ঠিক আছে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। দেখি ব্যাক ডোর দিয়ে লাইসেন্স ব্লু বুক বের করা যায় কিনা...চেষ্টা করে দেখি।

ফাগল

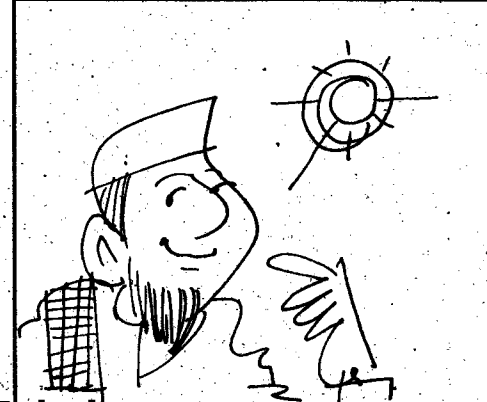
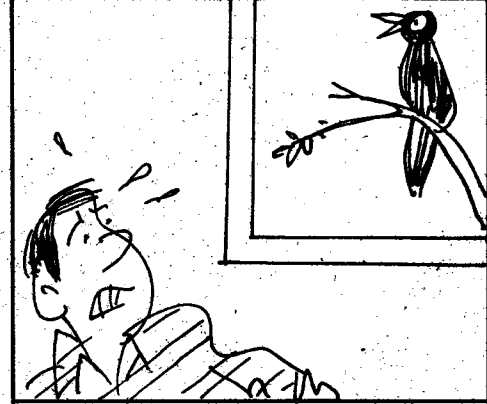
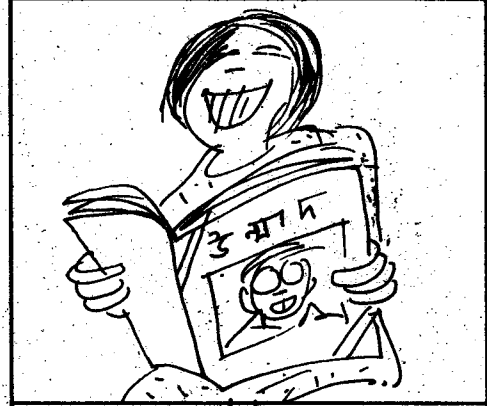
ফেনি সদর, নোয়াখালি

সমস্যাঃ

এরই উন্মাদ নি কোন? আছেন কেইরুম? আরে চিনছেন নি কোন? এরই বাই আন্নেইতো আর 'বি-রা-ট সমস্যা' কইছেন! আন্নে আঁর সমস্যার সমাধান কি দিবেন আঁই ন' বুঝি?

সমস্যাঃ

কথা ঠিক... তয় ফাগলে না ফাগল চিনে! বুজুইননি?



পরিদর্শন

আহসান হাবীব

আজ আমরা এসেছি বৃক্ষমেলা পরিদর্শনে। বৃক্ষমেলাই বোধ করি সবচেয়ে সাকসেসফুল মেলা। আবালবৃদ্ধ বনিতা সবাই এসে ভীড় করেছেন। গাছ কেনায় সবার উৎসাহও দেখা গেছে। এই যে একজন...

কি গাছ কিনলেন ভাই?

বাহ বা... সম্পূর্ণ তিন ধর্মী দুটি গাছ কিনলেন, বিষয় কি?

বাঁশ গাছ আর কাঠাল গাছ

আরে ভাই আজকাল সবাই মাথায় কাঠাল ভাঙ্গে নাহলে... বাঁশ দেয়। তাই এবার আমি নিজেই সেই প্রজেক্ট নিয়েছি...

আরে টারজান ভাই আপনি এখানে?



না? এসে উপায় কি? আমার জন্য জঙ্গলে গাছ টাছ কিছু রাখছেন আপনারা? ভাই বৃক্ষমেলায় এসে তবু জানটকে একটু ঠান্ডার নাম কোকাকোলা করছি এই আর কি!

'আর কি' না বলুন 'আর সি' ঠান্ডার আবার নাম কি?

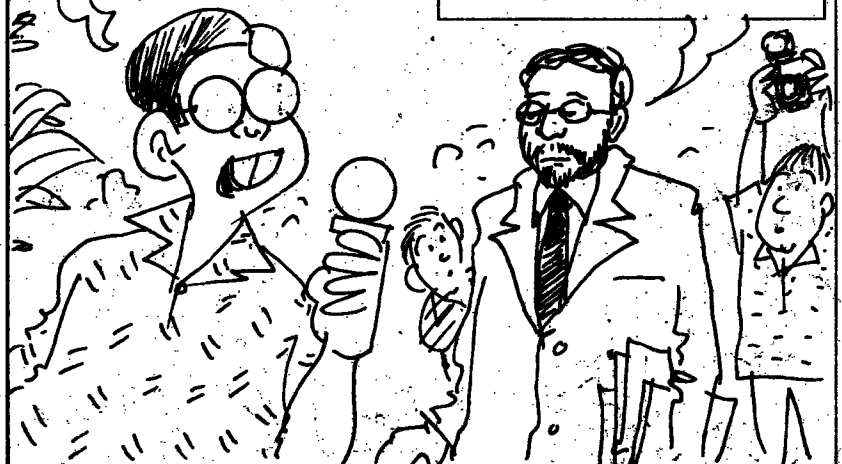
আরে আঙ্কেল আপনাকে ভীষন চেনা চেনা লাগছে! ও চিনতে পেরেছি আপনি সেই বিজ্ঞানী জগদিশচন্দ্র বসু... কিন্তু আপনি এখানে?

কি বলছেন এত বড় আবিষ্কার তুল??

আমি এখানে এসেছি বলতে যে আমার সেই বিখ্যাত আবিষ্কার 'গাছের অনুভূতি আছে' তা আজ তুল প্রমানিত

তা নয়ত কি? মানুষরা সারা পৃথিবীতে যে ভাবে বৃক্ষ নিধন শুরু করেছে গাছের অনুভূতি থাকলে এতদিনে বিপ্লব শুরু হয়ে যেত...

আরে কিসের মধ্যে কি পাশা ভাতে ভালভা!

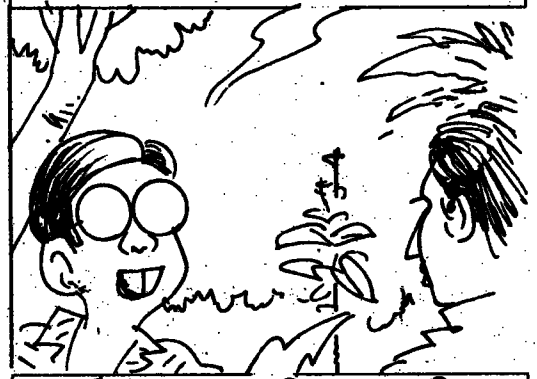


এখানে একজনকে দেখছি খুব বিমর্ষ
ভঙ্গিতে বৃক্ষ মেলা থেকে বেরিয়ে
যাচ্ছেন। কেন ভাই আপনার পছন্দের
গাছ কি পেলেন না?

আরে খুব খুব আমার পছন্দের
ফুলের গাছ একটাও পেলাম না।

এই যেমন ধরেন 'এপ্রিল ফুল'
'ডুমুরের ফুল', 'হাউস ফুল'...

এবার একজন তরুন গাছ বিশেষজ্ঞ এর সঙ্গে কথা
বলছি...আচ্ছা মোকারম হোসেন আপনি এখানে
কিছু খুঁজছেন মনে হচ্ছে?



ঠিকই ধরেছেন। প্রতি বছর সরকারী
পর্যায়ে যে গাছ লাগানো হয় তা কিছুদিন পর আর
খুঁজে পাওয়া যায় না আমি এসেছি সেই
গাছগুলোর সন্ধানে...যদি এখানে পাওয়া যায়!



একি অবস্থা? এখানে?

আর বলেন না কে একজন একটা
মারদাঙ্গা গাছ নিয়ে এসেছে...কেউ
কাছই ভিত্তিতে পারছে না।

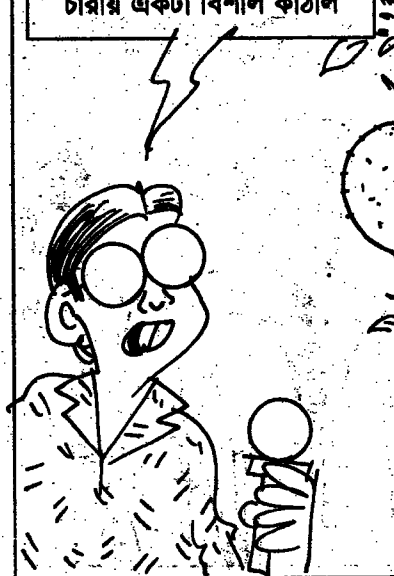
গরররর...রররর!!



ওহে কে আছ জলদি
জলদিগাছা কে খবর দে...

বাগরে! এখানে দেখছি...কলম
চারায় একটা বিশাল কাঠাল

গরররর...রর



এঁা?

আরে এই স্টলে দেখছি প্রচুর গাছ-গাছালি...

ওকি কিসের আওয়াজ?

হালুম...

আর বলেন না বাঘ। বেশী গাছ এনেছিতো সাথে
দু'একটা বাঘও মনে হয় চলে এসেছে...নেন নেন
দুটা গাছ কিনলে সাথে একটা বাঘ ফ্রি...



কি আপা বাসার জন্য গাছ কিনলেন, সার-
তো কিনলেন না। সার দিয়া দেই এক ব্যাগ?

কিসের সার? আমার স্বামীর মাথায় যে গোবর
আছে ওখান থেকে ছটাক খানেক দিলেই...

গরররর...রররর!!

এখানে দেখছি একটা বটগাছের বানসাই...বাপরে
একলাখ টাকা দাম! এত দাম কেন ভাই? এমনভেই
একটা গাছকে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা দিয়ে
অপরাধ করেছেন তার উপর এক লাখ টাকা দাম??

আরে ভাই এ একটা বটগাছে গিটু লাগিয়ে কটা
গাছের জায়গা করলাম সেটা দেখবেন না? এ
গাছকে আপোষে বড় হতে দিলে বিঘা খানেক
জায়গা দখল করত...আর জমির দামতো বুঝেন..

আরে আঙ্গুর গাছ দেখছি! আর নিচে
শেয়াল পন্ডিতও আছে! কি পন্ডিত
আঙ্গুর ফল তাহলে এখনো টক?

আরে নারে ভাই সেই দিন আর নাই। এ আঙ্গুর ফল কেন কোন
ফলই পাইরা আইনা মুখের সামনে দিলেও খাই না, ক্যামিকেল দিয়া
আপনারা যা শুরু করছেন...সাদামের ক্যামিকেল আলীও ফেল!

কি উন্মাদ ভাই?
পরিদর্শনের নামে
খালিতো প্যাচাল
পারলেন। গাছ কিনেন।

গাছ আছে, তবে এলাম
যখন কিছু সার নিয়ে যাই
ভাল জাতের সার দিন
মন খানেক...

ঐ যে আয়া পড়ছে
কি কন এক মন?
দেড় মনের উপরে
হইব...

ওরে বাপরে এটা আবার কোন
ষাড়?? পরিদর্শন শ্যাম??